করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ – ১ পৌষ, ১৪২৮ ঃ ১১ ডিসেম্বর – ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 7, 11 December - 17 December, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : চল্লিশ পেরোলে করোনার বুস্টার ডোজ নেওয়ার

সুপারিশ করল কোভিড বিষয়ক জিনোমিক্স কনসার্টিয়াম বা ইনসাকা। করোনা ভাইরাসের জিনগত মিউটেশনে নজরদারির জন্য ২৮টি পরীক্ষাগারেরএই জোট তৈরি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। আক্রমণের ঝুঁকি যাদের বেশি তাদের বুস্টার দিলে ওমিক্রনের আশঙ্কা দূর হতে পারে বলে তাদের মত।

রবিবার : অরুণাচল ও নাগাল্যান্ড সীমানার মন জেলায়

অসম রাইফেলসের গুলিতে নিহত ৯ গ্রামবাসী। পাল্টা আক্রমণে গ্রামবাসীরা জ্বালিয়ে দেয় জওয়ানদের বাড়ি। নিহত এক জওয়ান। উল্লেখ্য, নাগাজঙ্গিদের সংঘর্ষ বিরতির মধ্যে গুলি কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে তোলপাড় দেশ।

সোমবার : গত তিনদিন ধরে বৃষ্টির জেরে গোসাবা–নামখানা–

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বহু জায়গায় ভাঙল নদীবাঁধ। বিশেষ করে অমাবস্যার কোটাল ও টানা বৃষ্টিতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হল মৌসুনি দ্বীপ। হাজার হাজার লোককে সরাতে হবে নিরাপদ আশ্রয়ে।

মঙ্গলবার: এসএসসিতে নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের তদন্তে সিবিআইকে

বাদ দিয়ে নতুন অনুসন্ধান দল গড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই দলে থাকবে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দুই প্রতিনিধি। নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

বুধবার: এবার থেকে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে যুক্ত হল দুটি নতুন

কার্ড। একটি মৎস্যজীবী ও অন্যটি হস্তশিল্পীদের জন্য। এই কার্ডের মাধ্যমে মিলবে ভাতা। আগামী ১ থেকে ১০ এবং ২০ থেকে ৩০ জানুয়ারি শিবির থেকে সহজে মিলবে এই দুটি কার্ড।

বৃহস্পতিবার : তামিলনাড়ুর নীলগিরি জঙ্গলে বেলা ১২টা ২২

মিনিটে ভেঙে পড়ল এমআই ১৭ ভি ৫ হেলিকপ্টার। সস্ত্রীক মৃত্যু হল দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) বিপিন রাওয়াত সহ ১৪ জনের। একমাত্র জীবিত আরোহী ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। শোকে মুহ্যমান ভারত।

শুক্রবার: এম আর বাঙুর হাসপাতালের পুরনো, নতুন দুটি ভবনই

নেওয়া হয়েছিল করোনা চিকিৎসার জন্য। অন্য রোগের চিকিৎসা সেখানে বন্ধ ছিল। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে ফের নতুন ভবনে শুরু হবে অন্যান্য চিকিৎসা। তৈরি হচ্ছে বাঙুর।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নিম্নগঙ্গে প্রবল দূষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিম্নগঙ্গার পোষাকি নাম ভাগীরথী হুগলি, যার বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী থেকে ডায়মন্ড হারবার। এই ৫০ কিলোমিটার গঙ্গাপাড়ে গড়ে উঠেছে কল্যাণী, ত্রিবেণী, বারাকপুর, কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবারের মত শহর ও শিল্পাঞ্চল। আর এইসব শহরের পুরসভার কল্যাণে সভ্যতার গরলে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে পবিত্র গঙ্গার ধারা, যা উচ্চ গঙ্গার থেকে কয়েকগুণ বেশি। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের জোড়া ধাপ, নমামি গঙ্গে সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে এই বাংলায় এসে যেখানে সারা ভারতবর্ষের মানুষ পাড়ি জমান গঙ্গাসাগর মিলন ক্ষেত্রে ডুব দিয়ে পুণ্যস্নানের আশায়। সৃষ্টির এ এক বিরল বৈষম্য।

নিম্নগঙ্গার দূষণ নিয়ে বহু চর্চার পর সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কলকাতার একদল বিজ্ঞানীর গবেষণাতে উঠে এসেছে দূষণের ভয়াবহ চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নধারায় মাত্রাতিরিক্ত ফিক্যাল কলিফর্মের পরিমান। ইন্টিগ্রেটিভ ট্যাক্সোনমি অ্যান্ড মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি রিসার্চ গ্রুপের প্রফেসর পুণ্যশ্লোক ভাদুড়ির নেতৃত্বে পাঁচ জনকে নিয়ে গঠিত গষেক দলের গবেষণায় কল্যাণী, ত্রিবেণী, হালিশহর, নৈহাটি, চন্দননগর, পলতা, ব্যারাকপুর, দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতায় গঙ্গার জল পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে এ রাজ্যে জলের গুণমান অত্যন্ত খারাপ ও ব্যবহারের অযোগ্য। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষার মরশুম ও অক্টোবর থেকে শীতের মরশুমে কিভাবে জলের দূষণ ওঠানামা করে তাও উঠে এসেছে গবেষকদের গবেষণায়।

কিন্তু গবেষণাই সার, কোনও পুরসভার কর্তারা যে এই গবেষণাকে গুরুত্ব দেবে না বলাই বাহুল্য। গঙ্গা বাঁচাতে গণ্ডা গণ্ডা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি ছাড়া আর কোনও কিছুকেই যে এরা পাত্তা দেন না তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার। সকাল বেলা উঠে পুজোর আবর্জনা ফেলা দিয়ে শুরু করে সারাদিন শিল্পের ও সভ্যতার যে বিষ আমরা গঙ্গায় মিশিয়ে দিচ্ছি তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলার মতো বুদ্ধিজীবী পশ্চিমবঙ্গে বিরল। সকলে সভ্যতার ক্রিম চেটেপুটে খেতে ব্যস্ত। সৃষ্টির উল্লাস রাজনৈতিক হৈ হট্টগোলে ঢাকা পড়ে আছে সংস্কৃতির বাংলায়।

আগামী পুরবোর্ডে কী বরাদ্দের বৈষম্য ঘুচবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক টালবাহানার পর মহামারি পেরিয়ে আর সপ্তাহখানেক বাদে উপস্থিত হবে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। আগামী দিনে কেমন থাকবে কলকাতা তা নির্ভর করবে এই নির্বাচনে কারা ছোট লালবাড়ির অলিন্দে ঘোরাফেরা করবেন। নির্বাচনের ঠিক আগে কলকাতাবাসী আগামী দিনের এইসব পুরপিতা–মাতাদের নিয়ে কি ভাবছেন তারই হদিশ পেতে আমরা বেরিয়ে ছিলাম কল্লোলিনী এই শহরের মনের কথা জানতে।

অষ্টম কলকাতা পুর নির্বাচন নিয়ে কলকাতার নাগরিকরা মনে করেন, পুরসংস্থার নতুন মেয়র পারিষদরা যদি সেই পুরাতন পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে একই নিয়মে পুর বোর্ড পরিচালনা করতে থাকেন তাহলে কলকাতার বিভিন্ন এলাকার উত্তরে কাশীপুর–বিটি রোডের কোল থেকে দক্ষিণে জোকা–ঠাকুরপুকুরের ধার আর পূর্বে তিলজলা–তপসিয়ার কোল থেকে পশ্চিমে কলকাতা বন্দর –গার্ডেনরিচ–মেটিয়াব্রুজের সীমানায় ১৪৪টি ওয়ার্ড ও ১৬টি বরোর উন্নয়নে যে বৈষম্য রয়েছে তাই বজায় থাকবে। উল্লেখ্য, প্রতি 'পুর প্রতিনিধিদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলে' বর্তমানে বছরে ২৫ লাখ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আগে দেওয়া হতো ১৫ লাখ। কিন্তু বৈষম্যটা হল কোনও ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ৯৫,০৩৮ জন বা ৪৬,০১০ জন বা ৪৪,৮০৩ জন। আবার কোনও ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ১০,০৩৩ জন বা ১০৯৫২ জন বা ১২,৯২১ জন। অথচ ওয়ার্ড প্রতি বরাদ্দ একই। আবার 'সুসংহত বরো প্রকল্পে' ১৬ প্রতি বরোকে বছরে ১১০ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও বরোর ভোটার সংখ্যা ৪,৬৮,৯৭৬ জন বা ৩,০১,১৫৩ জন আবার কোনও বরোর ভোটার সংখ্যা ১,৪৮,৭৬৪ জন। এখানেও সেই বরাদ্দের বৈষম্য। কলকাতাবাসীর প্রশ্ন, নির্বাচনের পর আগামী পুর বোর্ডেও কি এই বৈষম্য বজায় থাকবে নাকি ভোটার প্রতি উন্নয়নের পরিকল্পনা রচিত হবে?

শাসক দলে টানাপোড়েন

হাবড়া–অশোকনগর

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার যে সমস্ত পুরসভার দুর্নীতির অভিযোগে পুর প্রশাসক বদল করা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হাবড়া ও অশোকনগর পুরসভা দুটি। হাবড়া পুরসভায় পুর প্রশাসকের পদ থেকে নীলিমেশ দাসকে সরিয়ে এই পুরসভারই প্রশাসক মণ্ডলীর জনৈক সদস্য নারায়ণ সাহা ওরফে নাড়ু সাহাকে পুর প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোট ২৪টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই পুরসভায় বিগত পুর নির্বাচনে তৃণমূল পায় ১৬টি ও বামফ্রন্ট পায় ৮টি ওয়ার্ড। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাবড়া পুরসভায় স্বজন পোষণ, তোলাবাজি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকার

বিনিময়ে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার খেলাও চলছিল রমরমিয়ে। এমনকি পূর্বতন পুর প্রশাসকের অহঙ্কারে মাটিতে পা–ই পড়ত না। স্থানীয় সাধারণ মানুষের সাথে তিনি কথাই বলতে চাইতেন না। নিজেকে যেন এলাকার মন্ত্রী ভাবতেন। এমনও মন্তব্য করেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্থানীয় নাগরিক। এ প্রসঙ্গে নীলিমেশ দাসের প্রতিক্রিয়ার জন্য ফোন করা হলে, তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। হাবড়া পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক নারায়ণ (নাড়ু) নাহা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'প্রায় সাড়ে তিন মাসের উপর দায়িত্ব পেয়েছি। এলাকার কোনও উন্নয়ন থেমে নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

বামেরা না রামকে পিছনে ফেলে!

কলকাতা পুরভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপাতভাবে বিজেপিকে কলকাতা পুরসভায় প্রধান প্রতিপক্ষ মনে হলেও ছবিটা পালটে বামেরা হয়ে উঠতে পারে প্রধান বিরোধী শক্তি। যাতে ইন্ধন জোগাবে রাজ্যের শাসক দল তথা তাদের ভোট স্ট্র্যাটেজিস্ট পিকের কৌশলী পদক্ষেপ। এমনটাই ধারনা ভোট বিশেষজ্ঞদের।

কলকাতা শহর একসময়ে ছিল কংগ্রেসের গড়। কালক্রমে তা তৃণমূলের আধিপত্যে চলে আসে। যদিও বামেরা বেশ কয়েকবার কলকাতা পুরসভার দখল নিজেদের হাতে নেয়। কিন্তু সবাই জানত বামেদের থেকে কং বা পরবর্তীতে তৃণমূল অনেক এগিয়ে থাকত। বামেদের সুদৃঢ় সংগঠন এবং অবশ্যই ভোট মেশিনারির সুবাদে ফোটোফিনিশে পিছিয়ে পড়তে হত কং (বা তৃণমূলকে)। তাও রাজ্যে ক্ষমতা দখলের প্রায় এক যুগ আগে ২০০০ সালে কলকাতা পুরসভার দখল নেয় তৃণমূল। সদ্য প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামেদের ভিটে ছাড়ার বার্তা দেয় তৎকালীন বিরোধীরা। শুধু কলকাতা বলে নয় রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও শহরে বামেদের বিরুদ্ধে সমানে লড়ত কং। গ্রামে মৌরসিপাট্টা বজায় রেখে কাজ হাসিল করত বামেরা। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ৪০ শতাংশ ভোটও ধরে রাখত বিরোধীরা। তৃণমূল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথমদিকে ওই ৪০ শতাংশের মালিকানা ধরে রাখার দায়িত্ব বর্তে ছিল বামেদের ওপর। সঙ্গে লেজুর হিসেবে জুড়ে গিয়েছিল কংগ্রেস।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ২০১৪ তে সারা দেশে মোদী ঢেউ ওঠার পর দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকাই অনেক পালটে যায়। মোদী–শাহ জুটি প্রথম থেকেই কংগ্রেস শূন্য দেশ গড়ার অঙ্গীকার গড়ে। বস্তুত সেই স্লোগানেরই একটি শাখা যেন সঞ্চারিত হয় এই রাজ্যেও। রাজ্য থেকে কং এবং বামকে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত করে তৃণমূল বনাম বিজেপির যুযুধান লড়াই। সেই ফর্মুলা ধরেই যেন রাজ্যে প্রায় ম্যাজিকের মতো ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে যায় বিজেপি। গত বিধানসভা ভোটেও পদ্মের ভোট প্রাপ্তি দাঁড়ায় ৩৯ শতাংশে। অর্থাৎ সরকার বিরোধী ভোট সেই আগের মতোই ৪০ শতাংশের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু মালিকানা বদলে বিরোধী তকমা হাতবদল হয়ে বাম–কং থেকে বিজেপির ঝুলিতে চলে আসে। বিজেপির এই বিরোধী দল হয়ে ওঠাকে নিশ্চিতভাবে ভালো চোখে দেখছে না রাজ্যের শাসক দল। সঙ্গে অতিঅবশ্যই কাজ করছে তাদের মাস্টার মাইন্ড ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। কথামতো দু'অঙ্কে বিজেপিকে আটকে দেওয়ার পর পিকের পরামর্শাধীন তৃণমূল চেষ্টা করছে বিজেপিকে সরিয়ে ফের বাম তথা সিপিএমকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে। সেই হিসেবে তৃণমূল নিজেদের ১৩০ টি আসনের বাইরে অন্তত ৮–১০ টি আসনে বামেদের জেতানোর কৌশল নিলেও নিতে পারে। প্রায় বিরোধীশূন্য মাঠে এভাবে কলকাতা পুরসভার মতো প্রেস্টিজিয়াস আসনে বামেরা যদি প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে তবে বিজেপির ক্রমবর্ধমান ঝাঁজ অনেকটাই কমতে বাধ্য।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা থানা এলাকার চট্টাগ্রাম পঞ্চায়েতের আশুতি কালীতলায় বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গত বুধবার রাস্তা অবরোধ করল স্থানীয় গ্রামবাসীবৃন্দ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ রাস্তা সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েত থেকে ৬ মাস আগে ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এতদিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেহাল রাস্তা সংস্কার হয়নি। গ্রামের সদস্য রহমান হাজী ঘরামি এবং সদস্য ফিরোজা বিবি সেখকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্ব

দিচ্ছেন না। গ্রামের রাস্তার এক অংশ পুকুরে চলে যাচ্ছে। প্রতিদিনই ছোটো খাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। হাসপাতালে রোগীদের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনটি পাড়ার চলাচলের মূল রাস্তা বেহাল হওয়ায় মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে। মানুষের দাবি অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার ও চওড়া করতে হবে। অনেকে আবার টাকা তছরুপের অভিযোগ করছেন। এই প্রসঙ্গে চট্টাগ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ নম্বর সংসদের সদস্যা ফিরোজা বিবি সেখ বলেন, তছরুপের অভিযোগ ভিত্তিহীন। এতদিন রাস্তা সংস্কার হয়ে যেত কিন্তু জমি জটে আটকে আছে। সবাই জায়গা দিলেও, তিনটি পরিবার দেয়নি। কাগজপত্র ঠিক হয়ে গেলেই ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার হয়ে যাবে।

পর্যটন মানচিত্রে ফুটে উঠছে বজবজ–২ নং ব্লক

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লক ক্রমশই পর্যটন মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। শীতের সময় এই ব্লকের বুড়ুল, রায়পুর, গজাপোয়ালী, বাহিরকুণ্ড, বাওয়ালী রাজবাড়ী, বড়পুলের অঙ্কুর নার্শারির আরশীনগরসহ নানা জায়গায় ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এতদিন পর ব্রাত্য পর্যটন ক্ষেত্রগুলি সেজে উঠছে। বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারদের প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন মন্দির, রাজবাড়ি স্থাপত্য সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। বাওয়ালী রাজবাড়ী এখন বিলাস বহুল রিসোর্টের রূপ নিয়েছে। অথচ একটা প্রাচীন ঐতিহ্য শোভা পাচ্ছে। ব্যবসায়িক

ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও স্থানীয় এলাকায় বেশ কিছু কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিনই সেলিব্রিটিরা সহ দেশ বিদেশের পর্যটকরা বাওয়ালী রাজবাড়ীতে আসছেন। একদা বাওয়ালীকে বলা হত গুপ্ত বৃন্দাবন। প্রাচীন মন্দিরগুলো বর্তমানে সংস্কার হচ্ছে বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে। শুক্রবার বাওয়ালীতে গিয়ে চোখে পড়ল জঙ্গলাকীর্ণ মন্দিরগুলো জোর কদমে সংস্কার হচ্ছে। কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, খুব শীঘ্রই জনগণের দর্শনের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ খুলে দেওয়া হবে। তবে মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থের সমস্যা হচ্ছে। মানুষের সহযোগিতা দরকার। প্রাচীন বিভিন্ন বিগ্রহ বর্তমানে রাধা বল্লভজীর মন্দিরে রাখা আছে। ওখানে নিত্যপূজা হয়। মন্দির সংস্কার হলে বিগ্রহগুলি পুনরায় মন্দিরে রাখা হবে।

অন্যদিকে গজাপোয়ালী অঞ্চলে সোনিয়া গ্রামে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির পাঠশালা সরকারি উদ্যোগে। বুড়ুলে নদীর ধারে তৈরি করা হয়েছে বুড়ুল পার্ক অ্যান্ড রিসোর্ট। যেখানে পর্যটকরা রাত্রিযাপন করতে পারবেন। বুড়ুল থেকে রায়পুর পর্যন্ত নদীর পাড়ে বহু পিকনিক স্পট ও রিসোর্ট গড়ে উঠেছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস জানালেন বজবজ–২নম্বর ব্লক পর্যটন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। আগামী দিনে ব্লকে পর্যটন মেলা করা হবে। বাওয়ালী জলটুঙ্গী বাগানেও পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকে পর্যটকেরা ভিড় জমালে এলাকার আর্থিক পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে।

দৃঢ় সংকল্প থাকলে ম্যাজিক দেখাবে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

ঠিকমতো নিজের অভিলাষকে দৃঢ় করে রাখতে পারলে অর্থবাজার থেকে ম্যাজিক উপার্জন সম্ভব। এটা কোনও জুয়ার আড্ডা না ফাটকা বাজারের কথা নয়। ভারতীয় শেয়ার বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের কথা। বস্তুত তাঁদের পূর্বাভাসের অনেক আগেই নিজস্ব ফর্মেশন বা আকার ধারন করে ফেলেছে অর্থ বাজার। কদিন আগেও ১৮ হাজারি নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে সেনসেক্সও। ৬০ হাজারের ওপরে এখন দম নিয়েছে ভরপুর এই সূচকটি। যথারীতি তার সামনেও টার্গেট ঝুলছে ৭০ হাজারের। আপাতত ওমিক্রন বাহানায় সাময়িক ছেদ পড়লেও অর্থ বাজারের আনন্দোল্লাস এখনও ভরপুর জারি রয়েছে। যদিও সব বৃদ্ধির যে একটা শেষ আছে এটাও সমানভাবে সত্যি। কারণ বাজার শুধু বেড়ে যাবে লাগামছাড়া ভাবে তা তো আর হতে পারে না। একটা জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম মুড়ে তাকে তো যেতেই হবে। বিশ্রাম শব্দটা অবশ্য খুব ভেবেচিন্তে বলা। কারণ এই মুহূর্তে যে বুল জমানার মধ্যে দিয়ে ভারতের বাজার এগোচ্ছে আর বুলদের যে দাপট অব্যাহত রয়েছে তাতে দাঁড়িয়ে কারেকশন বা সংশোধনীর কথা বললে নিশ্চিতভাবে রে রে করে তেড়ে আসবে ক্ষমতাসীন বুলরা। এ যেন তৃণমূল জমানায় বাম নাম নেওয়ার মতো বা বিজেপি শাসিত ভারতে রাহুল স্তুতি করার মতো। তাও কালের অমোঘ নিয়ম তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং সেই তালে ভর করে ঠিকই একদিন সংশোধনী বা কারেকশনের কালো মেঘ নেমে আসবে বাজারে। বুলদের দাপট থামিয়ে সাময়িকভাবে তখন হয়তো বৃষ্টি ঝরাবে বেয়াররা। সবথেকে বড় কথা বাজার এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে তাতে প্রতিটা

পদে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। নিজে থেকে ট্রেড করতে গেলে এই উঁচু বাজারে আটকে বা ফেঁসে যাওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য খুঁজে বের করতে হবে প্রকৃত উপদেশকারী, সহৃদ বন্ধুকে। শেয়ার বাজারের দিকে চোখ ফেরালেও এমন অনেক সুগুরু, বদগুরু চোখে পড়বে। বস্তুত খারাপ গুরুর কুপরামর্শে বহু মানুষের তথা লগ্নিকারীর পুঁজিপাটা গড়িয়াহাটা হয়ে গিয়েছে। আবার ভালো গুরুর সুপরামর্শে ফুলেফেঁপে উঠতেও সময় লাগেনি লগ্নিজাত অর্থের। এখন প্রকৃত গুরু বেছে নেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ যেন অনেকটা খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার। তাও ভালো গুরু যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদের হালচাল পালটে গিয়েছে অর্থ বাজারের প্রেক্ষাপটে।

এখন টিভি খুললে বা প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতির পাতায় চোখ বোলালে চোখে পড়বে অসংখ্য শেয়ার বিশেষজ্ঞের নাম। যথারীতি তাঁদের নানারকম পরামর্শও থাকে এসব জায়গায়। ঘটনা হল এই সব ভবিষ্যতবাণী থেকে আদৌ কেউ উপকৃত হন না। বরং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখলে এই বাজারে খুঁজেপেতে বের করা যায় এমন কিছু নাম যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় উপকৃত হয়েছেন বহু বিনিয়োগকারী। এমনকী এঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় দেশি–বিদেশি বহু লগ্নিকারী ফান্ডকেও। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। আর নিজেরা যদি একটু তালিম নিয়ে এই বাজারের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন তবে সব মুশকিল এমনিতেই আসান হবে। তবে তাঁর জন্য যে অধ্যবসা ও ধৈর্য্য প্রয়োজন সেটা আছে কিনা তাও দেখে নেওয়া অপরিহার্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ ডিসেম্বর – ১৭ নভেম্বর, ২০২১

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে যশ পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ চত্বরে দ্রুত কাউন্সেলিংয়ের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

করোনা পরিস্থিতির কারণে মেডিকেল পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে, কাউন্সেলিং হয়নি। এই কারণে দ্রুত পরীক্ষা এবং কাউন্সেলিংয়ের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সোমবার দিন। এই বিক্ষোভের জন্য বেশ কিছুক্ষণ রোগী পরিষেবা ব্যাহত হয় বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল করল সিপিআইএম। শহরের দিবি সিলেট জেলা পার্টি দপ্তর থেকে এই মিছিল বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে জেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের নায়কদের অবিলম্বে শাস্তি প্রদানের দাবি ওঠে মিছিল থেকে। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য, সিপিআইএম সদরপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিপুল সান্যাল পার্টি নেতা শক্তি গোস্বামী, কৌশিক ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃবৃন্দ। এর পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়িতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ময়নাগুড়ি ৩ নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ ও যুব সমাজের কর্তব্য– শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক রূপন সরকার। তিনি বলেন, বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করার গুরুদায়িত্ব যুবদের গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব বর্তমান কৃষক নেতা বিমল রায়। উপস্থিত ছিলেন রেজ্জাক হোসেন, শুভেন্দু সাহা, শুভায়ু পাল, অর্পণ পাল , রাজিউল ইসলাম প্রমুখ ডি ওয়াই এফ আই এর জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির বার্তা দিয়ে এবং বিভাজনের রাজনীতিকে ধিক্কার জানিয়ে ডিওয়াইএফআই–এর মিছিল হেলাপাকরি বাজার এলাকা পরিক্রমা করে।

সাফাই কর্মীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরো নিগমের অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের স্থায়ী করতে হবে এই দাবিসহ মোট ১৪ টি দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মী কমিটি শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে আজ একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি শিলিগুড়ি পুরো নিগমের গেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের দাবিগুলো নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। সাফাই কর্মী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সাফাই কর্মীরা কাজ করে চলেছে কিন্তু তাদের এখনো পর্যন্ত স্থায়ী কর্মী করা হয়নি। করোনাকালে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন সাফাই কর্মীরা, অথচ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। তাদের দাবি–দাওয়া গুলি না পূরণ করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে একথা জানিয়েছেন।

আসুন আমরা সকলে মিলে সুন্দরবনের এই অনন্য পরিবেশ, প্রকৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রতী হই

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়
পালিত হবে সুন্দরবন দিবস ২০২১

সুন্দরবনের গুরুত্ব

- সুন্দরবন, সুন্দরবনবাসী–সহ সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ। ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস থেকে যেমন এটি আমাদের রক্ষা করে, একই সঙ্গে মূল ভূখণ্ডে থাকা জলে সমুদ্রের নোনা জল মিশতেও বাধা দেয়।
- দেশের মোট ম্যানগ্রোভের প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি পাওয়া যায় এই সুন্দবনে, যেখানে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির ৯০ শতাংশেরও বেশি উদ্ভিদের সন্ধান মেলে।
- এখানেই দেখা মেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার–এর। এমন চিত্তাকর্ষক এবং শক্তিশালী প্রজাতির প্রাণী সারা বিশ্বেই বিরল। সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত অঞ্চল, যা গোটা পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববাহী।
- বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান মেলে এই সুন্দরবনে।
- জীব–বৈচিত্রের দিক থেকে সুন্দরবন গোটা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য।
- ১৯৮৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কোর সম্মেলনে 'বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- সুন্দরবনকে ঘিরে ৫৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়।
- এবছর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে সুন্দরবন অঞ্চলে চোদ্দ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর কাজ চলছে।

সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আগামী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর
সুন্দরবন দিবস পালন করুন

বাঘের পিঠে বসে বাঁচালেন সঙ্গীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক হাড়হিম করা রোমহর্ষক ঘটনা। বাঘের পিঠে চড়ে বসে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচালেন সঙ্গী মৎস্যজীবীকে,প্রাণে বাঁচলেন নিজেও। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ লাগোয়া ভারতীয় ভূখন্ডের সুন্দরবনের হলদিবাড়ি নদীখাঁড়িতে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মিহির সরদার ও বাবলু হালদার নামে দুই মৎস্যজীবী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কয়েকদিন আগেই হতদরিদ্র দুই মৎস্যজীবী ঝড়খালি ২ নম্বর গ্রামের বাড়ি থেকে ডিঙি নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে বেরিয়েছিলেন। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ ওই দুই মৎস্যজীবী হলদিবাড়ি নদীখাঁড়িতে নৌকায় বসে রান্না করছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে মিহির সরদারের উপর। তার মুখে কামড় দিয়ে টানটে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে কোও কিছু চিন্তা না করে নিজের প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে সঙ্গীকে বাঁচানোর জন্য উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বাবলু হালদার। সঙ্গী কে উদ্ধারের জন্য বাঘের পিঠে চড়ে বসে। চলে বাঘে মানুষের লড়াই। বাঘ তার শিকার কে ছেড়ে পাল্টা আক্রমণ করে বাবলু কে। বাবলু ও বাঘের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাঘ তার শিকার ছেড়ে দেয়। এরপর হুঙ্কার করতে করতে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায় বাঘ।

সেখান থেকে কোনওক্রমে সঙ্গী কে নৌকায় তোলে বাবলু। এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্রুততার সাথে নৌকার হাল বেয়ে দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিয়ে ঝড়খালি গ্রামে পৌঁছায়।সেখানে হাজির হয় স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে। মিহিরের অবস্থা সঙ্কটজনক হলে তাকে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকরা। অন্যদিক বাবলু হালদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়।

দুটি পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন পুলিশের এক সাবইন্সপেক্টর, এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ মোট চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ধলীরবাটী ও তালদির খিরীশতলা এলাকার ক্যানিং-বারুইপুর রোডে। দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলা সহ মোট ৪ জনেরই অবস্থা গুরুতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে গোসাবা থানার সাবইন্সপেক্টর জয়দেব সরদার ও সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রিয়ব্রত নাথ বাইকে করে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ধলিরবাটী এলাকায় উল্টোদিক থেকে আসা একটি অটোর সাথে সংঘর্ষ হলে দুই পুলিশ কর্মী সহ অটোযাত্রী মিতা নস্কর গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা প্রথমে জখমদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। খরব পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমান,সাবইন্সপেক্টর লিটন হালদার সহ ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সাথে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চলে আসেন গোসাবা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারী সৌমেন বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও। তাঁরা আহতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজখবর নিয়ে কিভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। অন্যদিকে এদিন দুপুরে বারুইপুরের উত্তরভাগ থেকে বাইক এ চেপে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিলেন ক্যানিংয়ের মাঝেরপাড়ার বাসিন্দা আরাফত সরদার। আচমকা তালদির খিরীশতলা এলাকায় একটি অটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে গুরুতর জখম হয় বাইক চালক আরাফত। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় বাইক চালককে স্থানীয়রাই উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মোট চারজনের অবস্থা আশাঙ্কাজনক। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সকলে।

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও মধ্যমগ্রাম চৌমাথার ট্রাফিক পয়েন্টে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, মধ্যমগ্রাম পুরপ্রশাসক নিমাই ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ট্রাক ও বাস চালকদের চক্ষু পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায়।

দুয়ারে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নববারাকপুর শহরে একশ শতাংশ টিকাকরণ প্রথম ডোজ সফল হওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ নিয়ে জোরকদমে চলছে দুয়ারে টিকাকরণ কর্মসূচি । মঙ্গলবার সকালে ও নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে স্থানীয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে ৩০৬ জনকে কোভিশিল্ড দ্বিতীয় ডোজ টিকাকরণ দেওয়া হল। ৯৫ শতাংশ দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে নববারাকপুর শহরে বাসিন্দাদের জানান পুর স্বাস্থ্য কর্মীরা। এদিন নববারাকপুর, মধ্যমগ্রাম সহ বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ও মানুষদের দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানান পুর স্বাস্থ্য কর্মী সুনীল বোসরা। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক,

নোডাল অফিসার, স্বাস্থ্য কর্মীরা চিকিৎসকরা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটরা ও নববারাকপুর শহরে একশ শতাংশ টিকাকরণ কর্মসূচি সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

প্লাষ্টিক, আবর্জনায় মুখ ঢাকছে শহর

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী শহর ক্যানিং। এছাড়া ও বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন প্রবেশদ্বার নামেও খ্যাত ক্যানিং। একদা বাণিজ্যের জন্য ব্রিটিশ আমলে প্রাণ কেন্দ্রের রূপ নিয়েছিল ক্যানিং শহর। আর সেই কারণেই ব্রিটিশ আমলেই পুরসভার তকমা পেয়েছিল। তবে দেশ স্বাধীনের অনেক আগেই সেই পুরসভা তকমা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে হারিয়ে ফেলেছে। পুরসভা তকমা হারালেও ক্যানিং তার নিজস্বতায় আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার এবং মাছের জন্য সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে। তবে কদর ও বহর বাড়লেও বর্তমানে ব্রিটিশ আমলের ক্যানিং শহরের ঐতিহ্য চাপা পড়েছে প্লাষ্টিক আর ময়লা আবর্জনায়। ক্যানিং শহর পুরসভার তকমা হারিয়ে পঞ্চায়েতের অধীনস্ত। মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যানিং শহরের যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার পাহাড় জমছে। আর সেই ময়লা আবর্জনা থেকেই দুষণ ছড়াচ্ছে সমগ্র ক্যানিং শহরে। যার জেরে অতিষ্ট মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত নাগরিক সহ নিত্য যাতায়াতকারী লক্ষ লক্ষ যাত্রী সাধারণ এবং দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা। মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যেখানে সেখানে প্লাষ্টিক ময়লা আবর্জনা ফেলছেন সাধারণ মানুষ। এমনকি রেহাই মিলছে না খোদ মহকুমা শাসকের দফতর সংলগ্ন রাস্তা, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর, ক্যানিং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাছ ও সবজি বাজার, পথের সাথী এমনকি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অবস্থিত কোভিড হাসপাতাল লাগোয়া যাতায়াতের রাস্তা। ফলে সুন্দরবনের প্রাণকেন্দ্র ক্যানিং শহর যে দুষণে ভরপুর তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য এই মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্দিষ্টভাবে ময়লা ফেলার কোনও জায়গা নেই। এলাকাবাসীদের দূষণের হাত থেকে

এবং প্লাষ্টিক ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্তি দিতে মাতলা ১ পঞ্চায়েত পুরসভার ধাঁচে ময়লা পরিষ্কারের জন্য ৫ টি গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত শহরের অলিগলিতে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে। নির্দিষ্ট ভাবে ময়লা ফেলার জায়গা না থাকায় সেই সমস্ত ময়লা আবর্জনা মাতলা নদীর চরে ফেলা হয়। সেখানেও আবর্জনা স্তুপের পাহাড় জমেছে। জমেছে ক্যানিং মাছ-সবজি বাজার, কোভিড হাসপাতাল, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের সামনে যাতায়াতের ঝাঁ চকচকে ঢালাইয়ের তৈরি কংক্রিটের রাস্তার দুপাশে এবং রাস্তার উপরে। ঢালাই রাস্তার উপর এতোটাই ময়লা আবর্জনা জমা হয়েছে যে রাস্তা রয়েছে কী না তা বোঝার অবকাশ নেই। আর সেই ময়লা আবর্জনার উপর কুকুর,শূকর,গরু সহ বিভিন্ন কাক পক্ষীদের অবাধ বিচরণ। অবাধ বিচরণের জন্য সেই সমস্ত ময়লা আবর্জনা প্রকাশ্যে জনবহুল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে দূষণের মাত্রা আরো কয়েকগুণ বেড়ে চলেছে। কার্যত প্লাস্টিক ময়লা আবর্জনার কারণে ক্যানিং শহর তার মুখ ঢেকে ফেলছে ক্রমাগত।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ ক্যানিং শহরে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় চরম অবক্ষয়ের পথে ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহর। ময়লা আবর্জনা থেকে কবে মুক্ত হবে ক্যানিং শহর? এমন প্রশ্ন এলাকার বাসিন্দাদের।

তবে এ বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই। ইতিমধ্যে ক্যানিং শহরকে স্বচ্ছ নির্মল শহর গড়তে তৎপর হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এ বিষয়ে মাতলা নদীর চরের বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করে স্থায়ী ভাবে ভ্যাট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে সলিড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিতে এই বর্জ্য নিষ্কাশন করা যায়। ইতিমধ্যে সেই প্রোপোজাল ক্যানিং ১ বিডিও ও মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস জানিয়েছেন, মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা থাকায় ময়লা জমছে ঠিকই,তবে পঞ্চায়েত সেগুলো তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করে ফেলছে। তা ছাড়াও পঞ্চায়েতের তরফে একটি প্ল্যান জমা দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে। কীভাবে ওই সমস্ত ময়লা আবর্জনা সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় এবং নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা যায় সেটা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে করে ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহর নির্মল শহর হিসাবে গড়ে ওঠে'।

শ্রমিক অসন্তোষে কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর নর্থ জুট মিলে

মলয় সুর : রাজ্যের জুটমিলগুলিতে একের পর এক শ্রমিক অসন্তোষ অব্যাহত। ৫ ডিসেম্বর রবিবার সকালে শ্রমিকদের একাংশের অসহযোগিতার কারণ দেখিয়ে ওই জুটমিলে বন্ধের নোটিশ ঝোলান কর্তৃপক্ষ। এর ফলে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মিলের প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়লেন। মিল ম্যানেজার কল্যাণ মিত্র বলেন, শ্রমিকরা কাজ না করায় উৎপাদন ব্যহত হয়। অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। বাধ্য হয়েই মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত। মিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না মেনে কিছু শ্রমিক শৃঙ্খলাভঙ্গ করছেন বলেও মালিকপক্ষের অভিযোগ। শুক্রবার ড্রইং বিভাগের আট অস্থায়ী শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ বসিয়ে দেয়।

তারা মিলের পুরনো শ্রমিক। তাদের পরিবর্তে কম টাকায় বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করানো হয়। এই অন্যায় সহকমীরা মানতে পারেন নি। ওই শ্রমিকদের কাজে বহালের দাবিতে শনিবার শ্রমিকদের বেশিরভাগ লোক কাজ বন্ধ করে দেয়। উৎপাদনে তার প্রভাব পড়ে। এরপরই ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর নর্থ জুট মিলে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সকালে শ্রমিকরা মিলে গিয়ে নোটিশ দেখতে পান। তারপরেই শ্রমিক মহল্লায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক শাখার হুগলি জেলার সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, শ্রমিকদের দায়িত্বশীল হতে হবে, এটা আমরা বারবার বলছি। কিন্তু তার মানে এই নয় মালিকরা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন। শিল্প রক্ষার দায় দু'পক্ষেরই। মিলের আইএনটিটিইউসির সাধারণ সম্পাদক লালবাবু সিং বলেন, মালিক পক্ষের খামখেয়ালিপনায় শিল্প এবং শ্রমিকের ক্ষতি হচ্ছে। এই কারণে মিলের সুষ্ঠ পরিবেশ কর্তৃপক্ষই নষ্ট করছে। কারখানায় ২১টি ইউনিয়ন রয়েছে। শ্রম দফতর এবং প্রশাসনকে অনুরোধ হস্তক্ষেপ করে দ্রুত উৎপাদন চালুর ব্যবস্থা করুন। এদিন অশান্তি এড়াতে মিল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জাওয়াদের প্রভাবে ভাঙলো নদী বাঁধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাব দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কাকদ্বীপ মহকুমায় সবচেয়ে বেশি পড়েছে। নিম্নচাপ ও অমাবস্যার কোটালের জেরে নামখানার মৌসুনির বালিয়াড়িতে একশো মিটার নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। চিনাই নদীর জল ঢুকে ভাসিয়ে দিয়েছে পুকুর, চাষের জমি সহ নতুন গড়ে ওঠা হোমস্টে কটেজগুলিকে। রবিবার সকালে জোয়ারের সময় সাগরের কচুবেড়িয়া ঘাটে নোঙর করা একটি পণ্যবাহী নৌকা মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যায়। তবে নৌকায় কোনও মানুষ ছিলেন না। দুটি ঘটনাতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপরতা দেখা গিয়েছে। সেচ দপ্তরকে দ্রুত বাঁধ মেরামতির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অমাবস্যার কোটাল থাকায় সুন্দরবনের নদী ও সমুদ্রে জলস্তর বাড়তে থাকায় বকখালি ও গঙ্গাসাগরে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। বেহাল বাঁধ টপকে আবারও জল ঢোকার আশংকায় সাগরের ঘোড়ামারা, ধবলাটের মানুষ। শনিবার রাতে গঙ্গাসাগরের সমুদ্রতটে জলোচ্ছ্বাসের ফলে

ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নির্মীয়মাণ বাঁধ। বালি ও মাটি ধুয়ে সমুদ্রে মিশে গিয়েছে। ব্লকস্তর থেকে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। মোতায়েন করা আছে চার কোম্পানি এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দল। তবে আকাশ মেঘলা। সঙ্গে নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে জেলাতে। উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি। তাপমাত্রার পারদ অনেকটা নেমেছে। উপকূলে হালকা বাতাস বইছে। দুর্যোগের জন্য সুন্দরবনের গোসাবা, কাকদ্বীপ, সাগর, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার সহ জেলার সব ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জেলার ১৫ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে তুলে আনা হয়েছে। দেড়শোর বেশি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। রান্নাকরা খাবার দেওয়া হচ্ছে। বাঁধ এলাকার মানুষদের এখনো চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। সোমবার পর্যন্ত দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায় শঙ্কিত সাধারণ মানুষ। কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। নামখানার বিডিও শান্তনু সিংহ ঠাকুর বকখালি তট পরিদর্শন করেন।সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা শনিবারের পর রবিবার ও সাগরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন। কথা বললেন গ্রামবাসীদের সাথে। অন্যদিকে,সুন্দরবনের গোসাবায় নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে। চলছে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতের কাজ। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃধাঘেরি এলাকায় স্থানীয় কোরানখালি নদীর জলে মাটির বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে। প্রায় দুটি জায়গায় ২৫ মিটার নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। রবিবার ভাঙা বাঁধ মেরামতি করতে জেসিবি নামানো হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গোসাবার নব নির্বাচিত বিধায়ক সুব্রত মন্ডল ও বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী। বাসন্তীর রামচন্দ্রপুরের হোগল নদী পাড় এলাকা পরিদর্শন করলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল।অমাবস্যার কোটালের টানে আরও জলস্তর বাড়তে থাকা ও ক্ষতির আশংকায় পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন। জেলা শাসক পি উলগানাথন জেলার সার্বিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক আধিকারিক দের নিয়ে যুদ্ধ কালীন ভিত্তিতে কাজ করছেন।

সাপের কামড় খেয়ে ৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খেয়ে চিকিৎসার জন্য ৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সোজা হাসপাতালে হাজির হলেন এক ব্যাক্তি। বর্তমানে ওই ব্যাক্তি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত ডিহি এলাকার বাসিন্দা স্বপন নস্কর। পেশায় তিনি একজন মৎস্যজীবী। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার ভোরে বিছানা থেকে উঠেই ঘুম চোখে মাছ ধরার জন্য হাজির হয়েছিলেন মাঠে। সেখানে মাছ ধরার আগেই বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়। মুহূর্তে সাপটি ধরে মেরে ফেলেন।

এরপর সাপটিকে পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে বাঁধন দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। পরিবারের লোকজনদেরকে ঘটনার কথা জানায়। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ ওঝা-গুণীনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। পরিবারের লোকজন কোন কথায় কর্ণপাত না করে সোজা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অটোয় চেপে দীর্ঘ প্রায় দুঘন্টা পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দিয়েছে জানতে পেরেই তড়িঘড়ি চিকিৎসা শুরু করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক (এভিএস) দেওয়া হয় ১০টি। বর্তমানে স্বপন নস্কর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার অন্যতম সদস্য দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দিয়েছে। দেরি হলেও পরিবারের সদস্যরা সচেতন হওয়ায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসে। তা নাহলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। তিনি আরো বলেন সাপ কামড় দিয়েছে ঠিকই তবে সাপ হচ্ছে পরিবেশের বন্ধু। মেরে ফেলা উচিত হয়নি। আমরা সর্বত্র সচেতনতার প্রচার করে থাকি। যাতে করে সাপ না মারা হয় সে বিষয়ে আরো জোরদার প্রচার চলবে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, সাপে কামড় দিলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। তাহলে কোন প্রকার ঝুঁকি থাকবে না।'

জোনাল খাদি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ আয়োজিত জোনাল খাদি মেলা ২০২১-এর উদ্বোধন হয়, উত্তর চব্বিশ পরগনার মধ্যমগ্রামের চৌমাথা সংলগ্ন সুভাষ ময়দানে। ১৩৫টি স্টল বিশিষ্ট এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রবীর ঘোষ, জাহানারা বেগম, জ্যোতি চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুর প্রশাসক নিমাই ঘোষ, মুখ্য কার্যকরী আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট মেলার আয়োজক তপনজ্যোতি দাস।

রঙিন মাছ চাষে রাজ্যে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক স্তরে মাছের জন্য ক্যানিংয়ের সুনাম রয়েছে দীর্ঘদিন। সেই সুনামের পাশে আবারও একটি পালক নবনিযুক্ত হতে চলেছে। যা কিনা জেলা তথা রাজ্যে প্রথম। রঙিন মাছ। সকলের আদরের প্রিয় এই রঙিন মাছ অনেকেই শখ করে বাড়িতেই চাষ করে থাকেন। বর্তমানে সাধারণ মাছ চাষের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ভাবে রঙিন মাছ চাষ শুরু হয়েছে ক্যানিং ১ ব্লকের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাংরাখালি কয়ালপাড়া এলাকায়। ক্যানিং ১ ব্লক মৎস্য দফতরের সহযোগিতায় প্রায় এক বিঘা পুকুরে এই রঙিন মাছ চাষ শুরু হয় গত দুমাস আগে। স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিত কয়ালের পুকুরে এই রঙিন মাছ চাষ করেছেন মৎস্যচাষি বিকাশ সাউ।

জানা গেছে গত প্রায় দুমাস আগে এক ইঞ্চি সাইজের গোল্ড ফিশ,ডিসকাস,অসকাস,রেড ক্যাপ,রেড আই,মিল্কি,বার্ব প্রজাতির রঙিন মাছের এক লক্ষ

চারা ছাড়া হয় একবিঘা পুকুরে। কোনও প্রকার রাসায়নিক সার,ওষুধপত্র ছাড়া সেই মাছ গত পঞ্চাশ দিনে বেশ ভালো পরিমাণ বেড়ে উঠেছে। যার বর্তমান সাইজ এক একটির আড়াই ইঞ্চি।

বিশেষ করে খোলা পুকুরে রঙিন মাছের এমন অস্বাভাবিক বাড়বাড়ন্তে নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন ক্যানিং এক ব্লক মৎস্য দফতর ও মাছ চাষিরা। খোলামেলা পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে সাধারণত রঙিন মাছ কম সময় এতো বেশি পরিমাণ বাড়তে পারে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

বৃহস্পতিবার এমন রঙিন মাছ চাষ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সরাসরি মাছ চাষের পুকুরপাড়ে হাজির হয়েছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং ১ ব্লক মৎস্য আধিকারিক অরুণ কুমার দেব,কৃষি দফতরের সহকারি অধিকর্তা শঙ্কর দেব গায়েন। ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস বলেন এত বিশাল বড় পুকুরে লক্ষাধিক পরিমাণ রঙিন মাছ চাষ হয়েছে তা আশ্চর্জনক ব্যাপার। তবে যে প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে মাছ চাষ হয়েছে এবং যে ভাবে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি ঘটছে তা আগামী দিনে জেলা তথা রাজ্যস্তরে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলবে এবং রঙিন মাছ চাষে ক্যানিং ১ ব্লক ইতিহাস সৃষ্টি করবে'। ক্যানিং ১ ব্লকের মৎস্য অধিকর্তা অরুণ কুমার দেব জানিয়েছেন, অন্যান্য মাছ চাষের পাশাপাশি চাষিদের মাধ্যমে আমরা রঙিন মাছ চাষ শুরু করছিলাম। কারণ রঙিন মাছে কদর রয়েছে বাজারে। রঙিন মাছ চাষ করে খুব কম সময়ে বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও রঙিন মাছ চাষ অতি লাভজন এবং স্বনির্ভরতার একটা দিক। ক্যানিং এক ব্লকে রঙিন মাছ চাষে সফলতা পাওয়ায় আগামী দিনে এই রঙিন মাছ চাষের প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক বাড়বে এবং কর্মসংস্থানও বাড়বে। এছাড়াও খোলা পুকুরে রঙিন মাছ চাষে চাষি কোনও প্রকার বাইরের খাবার দেন নি। তাছাড়াও বাজারের রঙিন মাছের তুলনায় পুকুরে চাষ করা মাছের রঙ অতি উজ্জ্বল। ফলে ক্যানিং ব্লকের অন্যান্য জায়গায় চাষিরা যাতে করে রঙিন মাছ চাষে আগ্রহী হয় সে ব্যাপার আরো বেশি করে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। '

অন্যদিকে ক্যানিং ১ ব্লক সহকারী কৃষি দফতরের অধিকর্তা শঙ্কর দেব গায়েন বলেন, রঙিন মাছ চাষ করে চাষি কে কোনও প্রকার ঝুঁকি নিতে হবে না। মাছ বড় হলেই ক্রেতারা সরাসরি চাষির পুকুরে হাজির হবেন এবং ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে লাভবান হবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর – ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১

কালো চশমায় রক্তচক্ষু ঢাকা পড়বে কী?

নির্মল গোস্বামী

তৃণমূলের জমানায় পশ্চিমবঙ্গের ভোট কীভাবে হবে মূলত তিনিই ঠিক করে দেবেন। কখন চড়াং চড়াং ঢাক বাজানো, কখন গুড় বাতাসা খাওয়ানো কখন বা 'ভয়ংকর খেলা হবে' ইত্যাদি রূপক শব্দের আড়ালে আসল উদ্দেশ্যটা উহ্য থাকত। সেটা নির্বাচনের পর মানুষ বুঝতে পারত যে স্বনাম ধন্য বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কথার প্রকৃত অর্থটা কী?

এই মুহূর্তে কলকাতা কর্পোরেশনে ভোট। তারপর ধীরে ধীরে বাকি পুরসভাগুলোর নির্বাচন হবার কথা। এইসব পুর নির্বাচনের প্রাক্কালে বীরভূমের ভূমিপুত্র কেষ্টদা হঠাৎই যেন বে-সুরো গাইতে শুরু করেছে। তিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছেন যে তিনি ভয়ানক অন্যায় করেছেন। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের দাঁড়াতে না দিয়ে ভারি অন্যায় হয়েছে। এবারের পুর ভোটে নাকি প্রকৃত মানুষের রায় নেবে। অর্থাৎ অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। উল্লেখ থাকে যে শুধু কেষ্টবাবু মাথার বায়ু রোগের কারণে এমন অমায়িক সত্য কথন করছেন তা কিন্তু নয়। পরের দিন কলকাতার বর্ষীয়ান নেতা সৌগত রায় মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে, সব জায়গায় নির্বাচন নিয়ম মতো হয়নি। কিছু বেনিয়ম ছিল। এবারে তা আর না হবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এরপর উত্তর ২৪ পরগনার আর এক মাঝারি সাইজের নেতাও স্বীকার করেন যে বিগত পুরসভার নির্বাচনে তার ওয়ার্ডে ভোটে কারচুপি করেছিলেন। এবারে তা আর হবে না। এরপর তিন নেতার স্বীকারোক্তিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী ধন্দে পড়েছে। তৃণমূল দলটার হল কী। ২০২১এর বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক হারে লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, খুন, ধর্ষণ, এলাকাছাড়া করার ঘটনা ঘটেছে সে কথা শত চাপের মুখেও সরকার কিংবা দল কেউ স্বীকার করেনি। মানবাধিকার কমিটি বলেছে, আদালত স্বীকার করেছে কিন্তু তৃণমূল দলের নেতারা সত্যকে গায়ের জোরে অস্বীকার করে এসেছে বারবার। সেই দলের নেতারা হঠাৎ করে একযোগে এক সুরে যখন অন্যায় করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন বলতে ইচ্ছা করে 'একি কথা শুনি মন্থরার মুখে'।

নেতাদের মুখের কথায় আর মনের কথায় যে বিস্তর ফারাক থাকে তার প্রমাণ বারবার মানুষ পেয়েছে। একজন 'বদলের' কথা বলে ক্ষমতায় এসে বদলাকেই আঁকড়ে ধরেছে। আর একজন আচ্ছে দিনের কথা বলে সব থেকে 'বুরা' দিন এনে দিয়েছে ভারতবাসীকে। তাই নেতা ছোট কিংবা মেজো, সেজো যে সাইজের হোক না কেন তাদের কথায় আস্থা রাখাটা নেহাতই বোকামি হবে।

বঙ্গবাসীর নিশ্চয়ই মনে আছে প্রশান্ত কিশোর তৃণমূল দল চালানোর দায়িত্ব যখন পেল, তার কিছুদিন পরই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যারা যারা কাটমানি নিয়েছে তারা সব যেন ফেরত দিয়ে

দেয়। সত্যি কি গ্রাম থেকে শহর, পঞ্চায়েত থেকে পুরসভার সদস্যরা কাটমানি ফেরত দিয়েছিল? দিন কতক বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে মানুষ নেতাদের ঘেরাও করল। হৈ চৈ হল। তারপর সব থেমে গেল। কাটমানি কালচার যেমন চলছিল এখন তার থেকে আরও বেশি চলল। আসল কথা আই ওয়াশ। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আলিপুর চত্বর গুণ্ডাদের দ্বারা ঘেরাও হল। বিরোধীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারল না। মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যাবেলা প্রেসের সামনে বললেন, 'আমি জানতাম না। জানলে এ জিনিস হতো না। খুব ভাল । কোর্টের নির্দেশে মনোনয়ন পত্র জমা দেবার জন্য একদিন বাড়াল। সেদিনও একই চিত্র দেখা গেল। বাইক বাহিনী দখল নিল আলিপুর। যেখানে ডিএম এসপির অফিস। জেলার সর্বোচ্চ কর্তারা সব দেখে শুনে নির্বিকার রইলেন। এদিনের পর মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এর থেকে কী প্রমাণ হয় না যে নেতারা মুখে এক বলেন আর কাজে অন্য কিছু করেন।

বিগত পঞ্চায়েত ভোটে জেলার (আমার এলাকার) বিডিও অফিসগুলি গুন্ডারা দখল করেছিল। থানার পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়নি বা গ্রেফতারও করেনি। বিরোধী প্রার্থীদের গার্ড দিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেবার ব্যবস্থাও করেনি। উল্টে কোনও অভিযোগ জানাতে গেলে যাদের নামে অভিযোগ ফোন করে তাদের জানিয়ে দিয়েছে থানার অফিসাররা। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে ভোটের বেনিয়ম করার সুযোগ পায় সেই দলই যে দলের পক্ষে প্রশাসন কাজ করে। প্রশাসন যদি আইন মোতাবেক কাজ করে তাহলে কারোর পক্ষেই অনিয়ম করার সাহস হবে না। তাই নেতা নয়, যদি জেলার এসপি, ডিএম থেকে থানার ওসি বিডিও প্রভৃতি আইনের রক্ষকরা ভুল স্বীকার করে বলেন যে অতীতে যা করা হয়েছে এবারে আমরা আর কাউকেই ভোটে বিনিয়ম করতে দেব না। কড়া হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। তাহলেই জনগণ কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারে। নেতাদের কথায় নয়।

২০১১-এর বিধানসভা জেতার পর গ্রামেগঞ্জে যা অপ্রচার হয়েছে এবং প্রশাসনের যা ভূমিকা মানুষ দেখেছে তারপর আর কেউ তৃণমূলের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না। ব্যবসা করে এমন যারা বিগত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে ভোটে কাজ করে ছিল তাদের দোকান ভাঙচুর হয়েছে, নয়তো জরিমানা দিতে হয়েছে, নয়তো তৃণমূল করার মুচলেকা দিতে হয়েছে। মানুষ সব সহ্য করে নিয়েছে। প্রশাসন যদি সক্রিয় থাকে তবেই মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পায়। নেতার কথায় যে প্রশাসন ভালো লোককে গাঁজার কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারে সেই প্রশাসনের উপর ভরসা করে বিরোধিতা করবে, মানুষ অত বোকা নয়। সেধে কেন বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে?

ফলে গ্রামবাংলা প্রায় বিরোধীশূন্য। বিজেপির উপর ভরসা করে যারা তৃণমূলের বিরোধিতা করেছিল তাদের সিংহভাগের আর আস্থা নেই বিজেপির উপর। সিপিএম, কংগ্রেসের মাজা ভেঙে গেছে পূর্বেই। সুতরাং বিরোধী শূন্য করার যে কাজটা পূর্বে বাহুবলের সাহায্যে করতে হতো এখন আর তার প্রয়োজন নেই। পূর্বে যেমন বিরোধীদের ভয় ছিল তেমনি পার্টির মধ্যে যারা টিকিট না পেয়ে বিরোধিতা করবে তাদেরও শায়েস্তা করার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে রাজ্যে রাজনীতির যা অবস্থা তাতে দলের মধ্যে টিকিট নিয়ে বিদ্রোহ করার সাহসও তারা আর দেখাবে না। ফলে উন্নয়নকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অস্ত্র হাতে তার আর প্রয়োজন পড়বে না। চোখের ইশারায় সব কাজ সমাধা হবে। নেতাদের রক্ত চক্ষু যাতে জনসমক্ষে না আসে তার জন্য কালো চশমাই যথেষ্ট। সারা ভারতে দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রক্ষা করার প্রয়াস কতটা সাফল্য লাভ করে তা ভবিষ্যৎই বলবে।

জয় জওয়ান...

দক্ষিণ ভারতের আর্মি চিফ বিপিন রাওয়াত ও ওনার স্ত্রী সহ ১১ জন সেনা আধিকারিক ও জওয়ানের মৃত্যু দেশকে শোকস্তব্ধ করেছে। আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে ঘটনাটি দেখিয়ে দিল কেউই সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় নিরাপদ নয়। এদেশেই দেহরক্ষীর গুলিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রাণ হারিয়েছেন। ফুলের স্তবক হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্লেন চালাতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে সঞ্জয় গান্ধী নিহত হয়েছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ বাল যোগী, মাধবরাজ সিন্ধিয়া হেলি কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পথ দুর্ঘটনায় মারা যান হাসপাতালে এক মাস পরে। এছাড়াও সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই তদন্তের রিপোর্ট অস্বচ্ছ থেকে গেছে। কুয়ুড় হেলিকপ্টারের রহস্যময় পতন অনেকগুলি প্রশ্ন চিহ্ন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। যুদ্ধাস্ত্র কেনার ব্যাপারে বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের যোগাযোগ থাকে। একদা বোফর্স কামান নিয়ে সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল এবং ক্ষমতার পালাবদলও ঘটেছিল।

বিপিন রানাওয়াত এবং সেনা সহকর্মীরা পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবেন। কারুর কারুর ডিএনএ টেস্টের পরেই পূর্ণ মর্যাদায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবে। সময়ের নিয়মে সমস্ত স্মৃতিই ফিকে যাবে। কিন্তু সামরিক ইতিহাসের যে শিক্ষা এই ঘটনার মাধ্যমে রেখে গেল তা হচ্ছে নিরাপত্তার কোথাও চূড়ান্ত গাফিলতির নজির। দেশীয় ও বর্হিশত্রু এর মধ্যে জড়িত কিনা তা হয়তো আগামী দিন বলবে। রাশিয়ার থেকে কেনা একাধিক মিগ যুদ্ধ বিমান এর আগে দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। অনুশীলন চলাকালীন একাধিক বৈমানিকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে।

এই দুর্ঘটনা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও বেশি সতর্ক হবার ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সেনাবাহিনীর চাকরিতে প্রাণ হাতে নিয়ে পরিবেশকে মোকাবিলা করতে হয়। সাধারণ মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা দৈনন্দিন নানা কর্মকাণ্ড নিরাপত্তায় ঘেরা জীবন সবই এইসব সেনা জওয়ানদের জন্য। দেশকে রক্ষার যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে তারা ২৪ ঘন্টা সদা জাগ্রত থেকে দেশকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে তার প্রতি সাধারণ নাগরিকদের শ্রদ্ধা থাকা খুবই স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজনীতিকদের হাতে করে সেনা জওয়ানরাও নানা সমালোচনার সম্মুখীন হন। বিপিন রাওয়াতের এমন মর্মান্তিক পরিণতির জন্য কিছু রাজনৈতিক মানুষজন সামাজিক মাধ্যমে কোথাও কোথাও বিকৃত উল্লাস প্রকাশ করেছে তা খুব দুর্ভাগ্যজনক। দেশের নিরাপত্তা না থাকলে কোনও মানবাধিকারই চূড়ান্ত রূপ পেতে পারে না। ঘরে বাইরে শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার শেষ সম্বল সেনাবাহিনী। দুর্ঘটনায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দমনে এমনকি ভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য ডাক পড়ে সেই সেনা জওয়ানদের। অতীতের দিকে তাকালে ভারতীয়দের মধ্য থেকে বহু যোদ্ধা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ তাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বহু ভারতীয় ব্রিটিশের হয়ে প্রাণ হারান, যুদ্ধবন্দী হন এবং বিরাট সংখ্যক যুদ্ধবন্দী নেতাজির দিল্লি চলো ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের রক্তাক্ত লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। ভারতীয় জাতি সত্ত্বায় বিদ্রোহ, সাহসিকতার এক ঐতিহ্য রয়েছে।

দেশভাগের পর প্রায় এক দশক বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর প্রধান হিসাবে ব্রিটিশরা থাকলেও পরবর্তীকালে ভারতীয়রাও নেতৃত্ব নেয়। নানা লড়াইতে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সেনা সাফল্যের নজির দেখিয়েছে। সামরিক ইতিহাসে বিপিন রাওয়াতদের মতো যোদ্ধাদের দেশবাসী মনে রাখবে চিরকাল।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ-ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগতে আমি পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।'' (ভঃ গীঃ ১০/৪২) এভাবেই তাঁর অংশ-প্রকাশ এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা সম্পূর্ণ জড় মহাজাগতিক সৃষ্টিকে পালন করেন। সেই সঙ্গে চিন্ময় জগতে সমস্ত প্রকাশও তিনি প্রতিপালন করেন; অতএব শ্রীঈশোপনিষদের এই মন্ত্রে ভগবানকে পূষন, অর্থাৎ পরম পালকরূপে সম্বোধন করা হয়েছে।

পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন (আনন্দময়োহ ভ্যাসাৎ)। পাঁচ হাজার বৎসর আগে তিনি যখন ভারতের শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন বাল্যলীলার প্রারম্ভ থেকেই তিনি সব সময় অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকতেন। অঘ, বক, পূতনা ও প্রলম্বাদি অসুর বধ ছিল তাঁর আনন্দময় প্রমোদ ভ্রমণ। বৃন্দাবনের গ্রামে মাতা, ভ্রাতা ও সখাদের সঙ্গে তিনি নিজে আনন্দ উপভোগ করতেন এবং যখন তিনি দুষ্ট মাখন-চোরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন ভাঁড় চুরি করার জন্য তাঁর সমস্ত পার্ষদেরা দিব্য আনন্দ উপভোগ করতেন। মাখন-চোররূপে ভগবানের খ্যাতি নিন্দনীয় ন, কেন না মাখন চুরির দ্বারা তার শুদ্ধ ভক্তদের ভগবান আনন্দ ান করতেন। শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের দ্বারা যা কিছুর অনুষ্ঠান হত তা ছিল তাঁর

ফেসবুক বার্তা

কুংফু এসেছিল এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর হাত ধরে

চীনের কুংফু আজ বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এটির জনক ছিলেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী, যার নাম বুদ্ধভদ্র। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে চীন গিয়েছিলেন। সেখানেই তার কয়েকজন শিষ্যকে কুংফু-র প্রশিক্ষণ দেন। এরপর থেকেই সেখানে ধীরে ধীরে কুংফু জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কারুশিল্প-লোকশিল্পে সৃজনশীল শহরের তালিকায় শ্রীনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় কারুশিল্প বিশ্ব মঞ্চে নতুন পরিচয় তৈরি করছে। সম্প্রতি ইউনেস্কো দ্বারা প্রকাশিত সৃজনশীল শহরের তালিকায় এখন শ্রীনগরও স্থান পেয়েছে। ইউনেস্কোর সৃজনশীল শহর নেটওয়ার্ক কারুশিল্প এবং লোকশিল্প, মিডিয়া, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, নকশা, রন্ধনশিল্প এবং মিডিয়া আর্ট-সহ সাতটি সৃজনশীল ক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে শহরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রীনগরকে কারুশিল্প ও চারুকলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। ৯০টি দেশের মোট ২৯৫টি শহর এখন এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কৃতিত্বের বিষয়ে টুইট করার সময় বলেছেন, এটি শ্রীনগরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একটি নতুন দিশা দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে অনেক অভিনন্দন। সৃজনশীল শহরের তালিকায় শ্রীনগরের অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৯ সালে প্রথম মনোনয়নের তথ্যপঞ্জি জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে সারা দেশ থেকে শুধুমাত্র দুটি শহর বেছে নেওয়া হয়েছিল, রন্ধনশিল্পের জন্য হায়দ্রাবাদ এবং চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য মুম্বাই। ২০১৯ সাল থেকে ভারতের মাত্র তিনটি শহর- জয়পুর, বারাণসী এবং চেন্নাই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ২০১৫ সালে জয়পুর কারুশিল্প এবং লোকশিল্পের জন্য এবং বারাণসী সঙ্গীতের জন্য এই সম্মান পেয়েছিল, অপরদিকে চেন্নাই সঙ্গীত ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৭ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আদিবাসীদের জন্য অর্থ ৭৫% বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৩-১৪ সালে ৪২৯৬ কোটি টাকা

২০২১-২২ সালে ৭৫২৫ কোটি টাকা

ক্ষুদ্র বনজ পণ্যের ক্রয় মূল্য ৬২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এমএসপি'র আওতায় ক্ষুদ্র বনজ পণ্যের সংখ্যা ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৫টি রাজ্যে ৩৭৫০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ২৫০০টি বন-ধন বিকাশ কেন্দ্রকে ক্লাস্টার করা হয়েছে।

তফসিলি উপজাতি উপাদান (STC): উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণ তহবিলে ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি। উপজাতি কল্যাণ তহবিল যা ২০১৩ সালে ২১২২৫ কোটি টাকা ছিল তা ২০২১ সালে বেড়ে ৭৮২৫৬ কোটি টাকা হয়েছে।

আদিবাসী স্বাস্থ্য: দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা আদিবাসীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সেল স্থাপন করা হয়েছিল।উদ্ভাবনী পদ্ধতি-সহ জ্ঞান ভান্ডার হিসাবে সারা দেশে একটি পোর্টাল চালু হয়েছে।দেশীয় ঔষধি জ্ঞান এবং আদিবাসী ওষুধের বিষয়ে এমস, পতঞ্জলির মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব।

বাঁশ এখন গাছ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : আদিবাসী ক্ষমতায়নের জন্য, বাঁশকে গাছের শ্রেণি থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে যাতে ১২৫টিরও বেশি জাতের বাঁশ ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তিগত বা গৃহস্থ জমিতে জন্মানো বাঁশ কাটার জন্য সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হবেনা।

পুরনো বাতিল দ্রব্যাদি বিক্রি করে ৪০ কোটি টাকা আয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাত বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যখন 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' অভিযান শুরু করেছিলেন তখন এটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ফলে দেশ উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ-মুক্ত হয়েছে। ভারতে দীপাবলির আগে, বাড়ি পরিষ্কার করার ঐতিহ্য রয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারও গান্ধী জয়ন্তী থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি অফিসে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। এই বিশেষ অভিযানের সময় অস্থায়ী প্রকৃতির ফাইলগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সরানো হয়েছিল। কর্মস্থল পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে আবর্জনা এবং অন্যান্য স্ক্র্যাপ সামগ্রী এবং বর্জ্য দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছিল। মোট ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৬৪টি ফাইলের মধ্যে ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ২০৪টির বেশি ফাইল দূরীভূত করা হয়েছে। ৩০ দিনের মধ্যে ২,৯১,৬৯২টি অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে। সাংসদদের পাঠানো ১১,০৫৭টি মামলার মধ্যে ৮,২৮২টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ৮৩৪টি নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্যে ৬৮৫টি সরলীকৃত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিচ্ছন্নতা অভিযান থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা আয় করেছে সরকার। ৮ লক্ষ বর্গফুট জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে।

জিএসটি থেকে আয় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্থনীতির জন্য সুখবর, অক্টোবরে জিএসটিব সংগ্রহ ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। পিএমআই গত মাসের মধ্যে সেরা

কোভিডের সময়ে দেশের অর্থনীতি চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক নীতিগুলি নিয়ে বিশ্বের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। অর্থনৈতিক তথ্য দ্বারা এই অনিশ্চয়তাগুলিকে দূর করা হয়েছিল যা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দক্ষতাকে তুলে ধরেছিল। এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবার জোয়ার এসেছে।

অক্টোবরে, যেখানে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা, সেখানে টানা চার মাস ধরে ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেসিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের পিএমআই অক্টোবর মাসে ৫৫.৯ হয়েছে যা সেপ্টেম্বরে ৫৩.৭ এবং আগস্টে ৫২.৩ ছিল। পিএমআই পঞ্চাশের উপরে অর্থনীতির বৃদ্ধি হচ্ছে।

জিএসটি সংগ্রহের এই পরিসংখ্যানটিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ। এর আগে ২০২১ সালের এপ্রিলে জিএসটি সংগ্রহ ১.৩ লক্ষ কোটি অতিক্রম করেছিল।

ভারত বিশ্বের জন্য টিকা তৈরি করতে প্রস্তুত

নিজস্ব প্রতিনিধি : জি-২০ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে ভারত আগামী বছরের মধ্যে ৫০০ কোটি টিকার ডোজ তৈরি করতে প্রস্তুত। এর বৃহৎ অংশ অন্য দেশগুলিকে দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে, কোভিড মহামারি চলাকালীন ভারত একমাত্র দেশ যে অন্য দেশগুলিকে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন যে একে অপরকে সাহায্য না করলে ভবিষ্যতে মহামারি প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। এই কারণেই সমস্ত

বাধা সত্ত্বেও, ভারত এখনও পর্যন্ত ১৫০ টি দেশে ওষুধের পাশাপাশি অনেক দেশে টিকা সরবরাহ করেছে। শুধু তাই নয়, শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী 'এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্য'-এর রূপকল্প উপস্থাপন করেন, সেখানে উপস্থিত বিশ্ব নেতারা বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাবা কেদারের শহরের পুনরুজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি কেদারনাথ শহরটিকে মহিমান্বিত এবং সুরক্ষিত করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাবা কেদারের ভক্ত হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ৮০-এর দশকে কেদারপুরী-গরুড় চট্টিতে ধ্যান অনুশীলন করেছিলেন। গত ৫ নভেম্বর কেদারনাথে তাঁর পঞ্চম সফরের সময়, তিনি শুধুমাত্র ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কাজের সূচনাই করেননি বরং একজন ভক্ত হিসাবে সেই স্থানে অতিবাহিত দিনগুলির কথা স্মরণও করেছেন।

২০১৩ সালের ১৬-১৭ জুন কেদারনাথে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরিবহন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু দুর্যোগের এক বছর পরও সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এই পটভূমিতে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তিনি তাঁর প্রিয় কেদারনাথ ধাম পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব নেন। এরপর থেকে তিনি কেদারনাথ ধামের উন্নয়ন সরাসরি পর্যবেক্ষণ করছেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী পঞ্চমবার কেদারনাথে যাত্রা করলেন। গত ৫ নভেম্বর

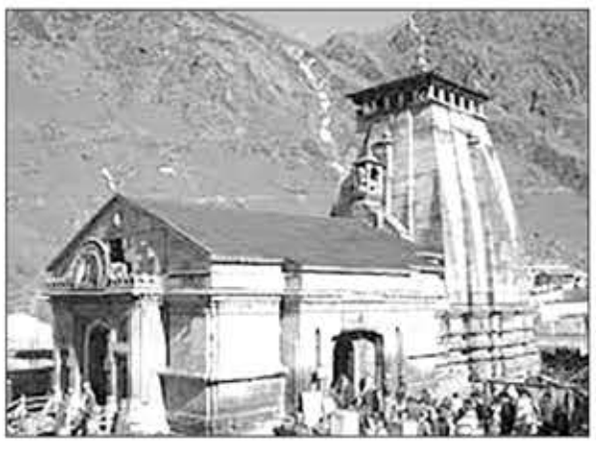

তাঁর কেদারনাথ যাত্রার সময়, তিনি অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং কয়েকটি প্রকল্প তিনি দেশকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই সময়ে, কেদারনাথের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, সারা দেশে ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ এবং চার ধামের কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কেদারনাথ ধামে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, আমি এটাকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে বাবা কেদার, সাধুদের আশীর্বাদ, এই পবিত্র ভূমি, যে স্থানের মাটি আমাকে লালন-পালন করেছিল সেই মাটির সেবা করতে পারছি। জীবনের এর চেয়ে বড় পুণ্যের আর কী হতে পারে। এই আদিম ভূমিতে চিরন্তনের সঙ্গে আধুনিকতার এই সংমিশ্রণ এবং এই উন্নয়ন কাজ ভগবান শঙ্করের অনুগ্রহের ফল।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত পুন্ডলিক পিতামাতার খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতামাতার প্রতি যত্নশীল ছিলেন। একদিন শ্রী কৃষ্ণ তাঁকে যখন দর্শন দিতে আসেন, তখন পুণ্ডলিক বাবার পদসেবায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, কিন্তু তিনি নিজে উঠলেন না। ভগবান কোমরে হাত দিয়ে ইটের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই কারণেই মন্দিরের মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা রূপে রয়েছেন যিনি ভক্ত পুন্ডলিকের পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে সানন্দে তাঁর দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি পাথর (বিঠা বা ইট) তাঁর আসন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।তাই এখানে তাঁর নাম হয়েছে বিঠোবা'।

গ্রেপ্তার হ্যাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ওসি বিপ্লব প্রামাণিকের নেতৃত্বে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ভাদিশ্বর মোড়ের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রসমেত তিন এটিএম হ্যাকারকে গ্রেপ্তার করল মুরারই থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো – হরিয়ানা রাজ্যের ঘাগহাট গ্রামের আসলাম (৩২), দুর্গাপুর গ্রামের আজরুদ্দিন (২৭) এবং তাসসাবার হুসেন (৩৬)। ধৃতদের কাছ থেকে একটা পাইপগান, দুই রাউন্ড কার্তুজ, তিনটে মোবাইল ফোন, এটিএম মেশিন খোলা তিনটে চাবি, পনেরোটি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড, তিনটে সিমকার্ড, নগদ ৪৬৯০০ টাকা, জিপিএস পরিষেবা যুক্ত একটি চারচাকা গাড়ি উদ্ধার করেছে মুরারই থানার পুলিশ। ৪ ডিসেম্বর রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুদিনে তিন দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা কুড়ি নাগাদ ষাট নং জাতীয় সড়কে চিনপাই কলোনির কাছে লরি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটি ইলেকট্রিক পোল। দুবরাজপুরগামী একটি পাথর বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে থাকার সময় পিছন দিক থেকে আসা দুবরাজপুরগামী একটি ভাঙা জিনিসপত্র ভর্তি লরি ধাক্কা মারলে পাথর বোঝাই লরি উল্টে গিয়ে মাঠে পড়ে। ভাঙা জিনিসপত্র ভর্তি লরিটির স্টিয়ারিং কেটে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা দুটো ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটি ইলেকট্রিক পোল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ভাঙা জিনিসপত্র ভর্তি লরির খালাসীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় মানুষজন হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনাস্থলে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। দুই লরির চালক পলাতক। রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ সদাইপুর থানার জাম্বুনি বাসস্ট্যান্ডে ষাটনং জাতীয় সড়কে দুটি ইটবোঝাই ট্রাকটার সংঘর্ষে জখম হয় তিনজন। তারমধ্যে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা লরি বাঁধেরশোল বাসস্ট্যান্ডে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। লরি চালক ও খালাসী পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সদাইপুর থানার পুলিশ।

তিন মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার রাতে গোকরুল রক্ষাকালী মন্দিরে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। সোমবার ভোরে মন্দিরে এসে সেবায়েত মনোজ চক্রবর্তী দেখেন মন্দিরে তালা ভাঙা। তিনি পুলিশে খবর দেন। প্রতিমার সোনার টিপ,নাকের গয়না, প্রণামী বাক্স,মাইকের চিপস চুরি গেছে বলে জানান সেবাইত মনোজ চক্রবর্তী। পুলিশ এসে মাঠ থেকে তালা ভাঙা প্রণামী বাক্স উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে মির্জাপুর গোপীনাথ রাধারানী জিউর মন্দির ও চন্দনপুর জগদেশবরী মনসা মন্দিরের তালা ভেঙে অলঙ্কার, প্রণামী বাক্স নিয়ে পালিয়েছে চোরের। তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে খয়রাশোল থানা নিকটে দুটি দোকানে চুরির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রায় পাঁচঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি সদস্যরা। সোমবার রাতে কালিকাপুরে চারটি দোকানে তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে চোরেরা। প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে কালিকাপুর বাস স্ট্যান্ডে সিউরি কাটোয়া রাস্তা অবরোধ করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীরা।

হুগলি–চুঁচুড়া বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি–চুঁচুড়া ১৩তম বর্ষের বইমেলা আগামী ১১ ডিসেম্বর চুঁচুড়া ময়দানে শুরু হচ্ছে। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেলার আয়োজক হুগলি–চুঁচুড়া বইমেলা কমিটি। এবারে উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রধান অতিথি কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলার সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায়। এদিনই মঞ্চে প্রকাশিত হবে 'সমকাল ও বিবৃতি'র সংখ্যা। ১০০ জনের বেশি লেখক দ্বারা লিখিত ৩০০ পৃষ্ঠার বই। বুধবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গোপাল চাকী জানালেন, প্রায় ৫০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ২৪০০ টাকা বিজয় মোদক ও অনিল বসু মেধাবৃত্তি সম্মান দেওয়া হবে। এ বছর ৭০টি বইয়ের স্টল থাকছে। আজকাল, আনন্দ, দে'জ, পত্রভারতী, দীপা প্রকাশনী, মিত্র ও ঘোষ, এছাড়াও থাকছে কয়েকটি ইংরাজি বইয়ের স্টল যেমন বুক লাইট, উড পিকার প্রভৃতি। কবি শঙ্খ ঘোষ নামাঙ্কিত স্টল থাকছে। বইমেলায় 'সেলফি জোন' হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা অবাধে সেলফি তুলতে পারবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে বলেন, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বইমুখী করতে হবে। কেবলমাত্র মোবাইলে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। এবারে নতুন সংযোজন 'শব্দ বাজি' ও শিশুদের জন্য 'হইচই' খেলা হবে। মেলায় নয়দিন সন্ধ্যায় থাকছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্যসভা প্রভৃতি।

পুলিশের উদ্যোগে হাসপাতালের প্রতীক্ষালয়ে পড়ে থাকা এক অসুস্থ বৃদ্ধকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে

সুন্দরবনে শুরু হলো বাঘ গণনার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে শুরু হলো বাঘ গণনার কাজ।তাঁর আগে বাঘ গণনার পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ শিবির হাতে কলমে হয়ে গেল সুন্দরবনে। সুন্দরবনের বাঘ গণনার জন্য এবারে ক্যামেরা বসছে ১৪৯৬ টি। বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ টি ব্লক নিয়ে গঠিত এই সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপে বসবাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। বাসভূমি সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা জানার জন্যই প্রতি বছরই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প বাঘ সুমারি করে থাকে। একই ভাবে করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের এলাকাতেও। ৪ বছর অন্তর চলে দেশ জুড়ে এই বাঘ গণনার কাজ। তবে বাঘের মূল্যায়ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি। ইতিমধ্যে সুন্দরবনের সজনেখালিতে বাঘ গণনার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়। সুন্দরবনে বিগত বাঘ গণনায় বাঘের সংখ্যা উঠে এসেছিল মাত্র ৯৬ টি। এদিকে সুন্দরবনের বসিরহাট রেঞ্জ, সজনেখালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি রেঞ্জ, ন্যাশনাল পার্ক ইস্ট রেঞ্জ ও ন্যাশনাল পার্ক ওয়েস্ট রেঞ্জের বনকর্মীদের সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মাতলা রেঞ্জ,রায়দিঘি রেঞ্জ ও রামগঙ্গা রেঞ্জের বনকর্মীরা অংশ

নিয়েছে এই বাঘ গণনার কাজে। ৫ ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় প্রথম ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবার কথা থাকলেও জাওয়াদের কারণে দুদিন পিছিয়ে মঙ্গলবার ৭ ডিসেম্বর থেকে এই কাজ শুরু হলো। মোট ১৪৯৬ টি উন্নত মানের ক্যামেরা বসানো হবে এই সমস্ত জঙ্গল গুলিতে। আর এই কাজ ৩৫ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।এর জন্য ১০টি বিশেষ দল ও তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে ১২ থেকে ১৪ জন করে সদস্য রয়েছেন। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা তে ১২০০ টি ক্যামেরা বসানো হবে। আর বাকী ক্যামেরা দিয়ে সাহায্য করছে ডবলু ডবলু এফ।একই ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগীয় বনাধিকারিকের অন্তর্গত অঞ্চলে ১৩৬ টি পয়েন্টে বসানো হবে বাঘ গণনার ক্যামেরা।আর এই ক্যামেরা বসানোর কাজ শেষ হবে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। ফলে কয়েক মাস পরেই নির্ধারণ হয়ে যাবে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা আগের থেকে বাড়ল কিনা। সজনেখালি ফরেস্ট ভবনে ক্যামেরা বসানো এবং কিভাবে বাঘ গণনার কাজ করা হবে সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় হাতে কলমে। কীভাবে জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরা বসাতে হবে সে বিষয়ে বন কর্মীদের জঙ্গলে মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এই কাজকে নিখুঁত করতে বদ্ধপরিকর বন দফতরের কর্মীরা।

বারুইপুরের বাজি গ্রামে চলছে বারান্দায় স্কুল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : গত দুবছর ধরে করোনা সময়কালে স্কুল বন্ধ থাকায় লেখাপড়া প্রায় ভুলতেই বসেছিল খুদে পড়ুয়ারা। আর তাদের সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিলো স্কুলের শিক্ষিকারা। এখন স্কুল চলে এসেছে পড়ুয়াদের বাড়ির বারান্দায়। স্কুলের শিক্ষিকারা নিয়মিত পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়ে খুদেদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। ৯ টি জায়গায় ৫ জন করে ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে মোট ৪৫ জন ছাত্র–ছাত্রীকে এই পড়ানোর কাজ চলছে। এভাবেই শুরু হয়েছে 'বারান্দা স্কুল'। নভেম্বর মাসের গোড়া থেকেই বারুইপুরের হারালের বাজি গ্রামে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের এই অভিনব শিক্ষা দান শুরু করেছে 'সৃজন বিদ্যাপীঠ' স্কুল। হরিনাভি সৃজন নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পরিচালনায় এই বারান্দা স্কুল চলছে। ওই গ্রামেতেই ওই সংস্থা পরিচালিত একটি বিনামূল্যের স্কুল রয়েছে। সেই স্কুলে পাঠরত শিশু শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা। সেই সব পড়ুয়াদের নিয়ে এই বারান্দা স্কুল শুরু করেছেন স্কুলের শিক্ষিকারা। চম্পাহাটির হারাল গ্রাম বাজির জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামের ঘরে ঘরে বাজি তৈরির কাজ চলে। আর তাতেই সামিল ছোট থেকে বড় সকলেই। ফলে ছোটদের লেখা পড়ার আগ্রহ অনেকটাই কম। তবুও স্কুল তৈরি হওয়ার পর অনেকেই তাঁদের শিশুদের স্কুলমুখী করতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে করোনা পরিস্থিতিতে সেই অভ্যাস অনেকটাই চলে গেছে নেই । তাই অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে তাঁদের বাড়ির বারান্দায় বসে ছাত্র–ছাত্রীদের পড়ানো চলছে। প্রতিটি শিক্ষিকা প্রতিদিন ৩ টি করে জায়গায় গিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন। ফলে শিশুরা আবার পড়াশোনার মধ্যে ফিরে আসছে।

শিশুদের। তাই স্কুলের তরফ থেকে একটি অভিভাবক সভা ডাকা হয়। সেখানেই ঠিক করা হয় পড়ুয়াদের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে শিক্ষিকারা করোনা বিধি মেনে পড়ুয়াদের পড়াশোনা করাবেন। প্রতি ব্যাচে ৫ জন করে পড়ুয়া থাকছেন। শিক্ষিকা সুমিত্রা ভট্টাচার্য জানালেন, করোনা পরিস্থিতিতে শিশুদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কবে স্কুল খুলবে তা কারুর জানা হরিনাভি সৃজন সংস্থার তরফে কর্ণধার রূপক চৌধুরী জানান, গত প্রায় দু বছর ধরে শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ। বেল পাহাড়ির দুই যুবকের কাজের অনুকরণে এই অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি এখানেও শুরু করা হয়েছে। আর এতে শিশুরা আবার পড়াশোনার মধ্যে ফিরে আসছে। শিশুদের পড়ানোর এই অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষা মহল।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজের বুকে বহু প্রতিবন্ধী শিশু ও মানুষজন রয়েছেন। তাঁদেরকে সমাজ একটু বাঁকা চোখেই দেখে থাকে। তাঁরাও যাতে উপেক্ষিত না হয় এবং অন্যান্যদের মত সমাজে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে সেই প্রসঙ্গে এক সচেতনতার বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সুন্দরবনের বুকে কাজ করে চলেছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেই ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা, বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু, বাসন্তী থানার আইসি আবদুর বর খান, ক্যানিং মহিলা থানার আধিকারিক তনুশ্রী মন্ডল, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামালউদ্দিন লস্কর, শ্রীদাম মন্ডল সহ অন্যান্যরা। প্রতিবন্ধী মানুষজন সহ শিশুরা যাতে করে অন্যান্যদের মত সমাজের বুকে বাঁচতে পারে সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করা হয় অনুষ্ঠানে। সচেতনতার পাশাপাশি ২৮০ জন প্রতিবন্ধীর হাতে শীতের ব্ল্যাঙ্কেট তুলে দেওয়া হয়।

মন্দির উদ্বোধন শ্যামপুর বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা শ্যামপুরে ১৩ ডিসেম্বর সোমবার বিকাল ৫টায় রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জী উদ্বোধন

করবেন। উপস্থিত থাকবেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুপর্ণানন্দ, অধিরাজ ব্যানার্জী, এস পি ডায়মন্ড হারবার। অশোক সেন, দুলাল দাস, রতন অধিকারি, জগন্নাথ গুপ্ত সহ আরও অনেকে ।

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে শিব গড়তে বাঁদর আর বাঁদর গড়তে শিব। এই প্রবাদটি বাস্তবে কোথাও আছে কিনা জানা নেই। তবে শ্যামপুর বাজারে সত্যি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আনুমানিক ১৯৫৫–৫৬ সালে। আর শ্যামপুর মৌজা থেকে 'শ্যামপুর'এর নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

এই রাস্তার ধারে ৫–৬টি বট অশ্বত্থ গাছ ছিল। সেগুলি শ্যামপুর ইউনিয়ন বোর্ডের আওতায় ছিল। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। তারপর বর্তমানে মহেশতলা পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে শ্যামপুর বাজারে ২.৫ বর্গমাইল নিয়ে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তখন জনসংখ্যা ছিল ১০,৯৭১ জন। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। তাঁর পিতা ডাঃ অশোক মুখার্জীর ডাক্তারখানা ছিল এই বর্তমান মন্দিরের বিপরীতে। এখানে ছিল রমাপ্রসাদ স্মৃতি পাঠাগার, ছিল শ্যামপুর পোস্ট অফিস। শ্যামপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় এক ডজন ডাক্তার ছিল। ডাঃ জীবনকৃষ্ণ বারিক, ডাঃ কিশোরী মোহন সরকার, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ সরকার (দাস), পদ্মলোচন সরকার (পদা), ডাঃ শঙ্কর মুখার্জী, ডাঃ স্বপন রায়, ডাঃ মানসমোহন কর্মকার, ডাঃ সুমিতা পাল, ডাঃ চিত্তরঞ্জন রায়, বর্তমানে আছেন ডাঃ অশোক খাঁড়া, ডাঃ শেখ রায়, ডাঃ সমীম সরকার।

প্রথমে শ্যামপুর বাজারটি ছিল সিইএসসি পাওয়ার হাউসের পিছনে। সেই সংলগ্ন এলাকায় এই ছোট পরিসরে বাজার ঠিকভাবে চলছিল না। সেই সময় পরিকল্পনা করলেন ফুটি বোস, ভবেন দত্ত, তারাপদ মণ্ডল, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, পাঞ্চু পাখিরা, নিমাইচন্দ্র আদক, তাদের উদ্যোগে টিন দিয়ে ঘিরে ঘর তৈরি করে একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয় বর্তমান বাজারে। বেশ কিছু কাল পরে পরেশ পাড়ুই, ভবানী ঘোষ, নকুল সরকার, জ্যোতির্ময় সরকার, নির্মল দাস, সুধীর সাঁধুখা, হরিধন চ্যাটার্জীর উদ্যোগে ইঁটের গাথুনির মন্দির তৈরি হয়। অবশ্যই তা সারাঙ্গাবাদ এর বিরেন ব্যানার্জীর আইনি পরামর্শে। পাকা মন্দির তৈরি হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটি বোস, পরেশ পাড়ুই, ভবানী ঘোষ, ভবেন দত্ত নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্যামপুকুর বাজারে প্রথম দুর্গাপুজো সূচনা হয়। এই পুজোতে বলা বাহুল্য যে তরুণ দলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

শাসক দলে টানাপোড়েন

প্রথম পাতার পর

রাস্তাঘাট সংস্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতায়ন সবই চলছে।' গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখানে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই।' হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সিতাংশু (ঝন্টু) দাস বলেন, 'পুর প্রশাসক বদলের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বে আছি। তাই এখানে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই, এটা বলতে পারি। আমি যেমন নিজেও কোনও গোষ্ঠীতে ঢুকি না, তেমনই কাউকে ঢুকতেও দিই না।'

অন্যদিকে অশোকনগর পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা হল ২৩টি। এরমধ্যে ১৮টি তৃণমূল ও ৫ টি বামফ্রন্টের। এখানে পুর প্রশাসক পদে বসানো হয়েছে পুর প্রশাসক মণ্ডলীর জনৈক সদস্য উৎপল তালুকদারকে। তবে এখানে উৎপলবাবুকে প্রশাসক পদে বসানো নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা হতবাক। এসত্ত্বেও তাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হল, এ ব্যাপারে বাসিন্দারা অন্ধকারে। তাদের অভিযোগ, প্রবোধবাবুর পরিবর্তে যাকে প্রশাসক পদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাঁর যোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এ প্রসঙ্গে প্রবোধ সরকার বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এটা দলের সিদ্ধান্ত। আমি দলের একজন সৈনিক মাত্র। তবে প্রশাসক পদে না থাকলেও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে দলের সাংগঠনিক কাজ করে যাচ্ছি।' তবে এ ব্যাপারে উৎপল তালুকদারের কোনও প্রতিক্রিয়া নেওয়া যায়নি।

এদিকে সম্প্রতি অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর একটি মন্তব্য ঘিরে স্থানীয় জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এদিন তিনি অশোকনগরে একটি সভায় তার বক্তব্যে বলেন, 'শুধু সিগারেট প্যাকেট দিয়ে টিকিট পাওয়া যাবে না।' তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে তিনি কিসের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলও চিন্তিত। প্রসঙ্গত, রাজ্যের আসন্ন জেলাস্তরীয় পুর নির্বাচনে প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ অনুযায়ী স্বচ্ছতার নিরিখে প্রার্থী মনোনয়ন করা হলে বহু সংখ্যক পরিচিত মুখ বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু দল যদি সংশ্লিষ্ট জেলা নেতাদের উপর এই দায়িত্ব দেয়, সেক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়নে কতখানি নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। কারণ এক্ষেত্রে আর্থিক উপঢৌকনে দুর্নীতিগ্রস্ত অনেকেই মনোনয়নের তালিকাভুক্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহল।

পথ–নাটিকায় মানব পাচার রোধে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রলোভনে পা দিয়ে একাধিক নারী ভিনরাজ্য সহ বিদেশে পাচার যায়। এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন থেকে সকল বুদ্ধিজীবী মানুষজন, সমাজসেবী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরাও।

সেই মানব পাচার রোধে মঙ্গলবার এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠে। পথ নাটিকার মাধ্যমে মানব পাচার রোধ এবং ট্রাফিক সচেতনতা করা হয়। এই মানব পাচার রোধ ও ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচির বিশেষ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা, ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রায়, ক্যানিং মহিলা থানার

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তনুশ্রী মন্ডল সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রতিবছর বহু শিশু, কিশোরী এমনকি মহিলারা পাচার হয়ে যায় ভিন রাজ্যে। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ কাজ করে আসছে। তবুও এখন পর্যন্ত এই পাচার প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবন এলাকার অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাবের কারণেই এই সমস্যা এখন পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে এখন প্রতিবছর কখনও বিয়ের লোভ দেখিয়ে তো কখনো কাজ বা টাকার লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মানুষ পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই তালিকায় সব থেকে বেশি রয়েছে বারো থেকে ষোল বছরের কিশোরীরা। ভিন রাজ্যে তাদের নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কখনো কখনো অভিযোগ ও সঠিক তথ্য পেয়ে দু একজনকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচার হয়ে যাওয়া মানুষজন আর তাদের বাড়ি ফিরতে পারেন না। সেই কারণে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই মানব পাচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারের এই কাজে বিভিন্ন এনজিও পাশে দাঁড়িয়েছে। আর এবার এই মানব পাচার রুখতে সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করতে পথে নামলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ প্রশাসন। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সুন্দরবনবাসীর উদ্দেশ্যে বিশিষ্টরা জানিয়েছেন, মানব পাচার শুধুমাত্র সুন্দরবনের সমস্যা নয়। এ সমস্যা যেমন সারা পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র দেশের। আর সেই কারণে সকলে মিলে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে সচেতন করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সমগ্র বিশ্বের কাছে সুন্দরবন লাল সংকেতে চিহ্নিত। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে এখানে গোপনে পাচার চক্র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরা মূলত নারী শিশুদের পাচার করে বিক্রি করে মুনাফা লুঠতে ব্যস্ত। এই সমস্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ এবং সচেতন হতে হবে। সমাজের প্রতি অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে উপড়ে ফেলতে হবে এই পাচারের শিকড়। গড়ে তুলতে হবে সভ্য পাচার বিহীন সুস্থ সমাজ।

মহানগরে

মহিলাদের সঙ্গে ভোটার সংখ্যার বিশাল হেরফের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা পুর এলাকার ৩৯ টি ওয়ার্ডে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটার সংখ্যা বেশি। কলকাতা পুর এলাকায় এবার মোট ভোটার সংখ্যা রয়েছে ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫২ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৪১ জন। পুরুষ ভোটার ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৩৮ জন। কলকাতা পুর এলাকায় ১৮ এপ্রিল ২০১৫ তে মোট ভোটদাতা ছিলেন ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৫৬ জন। কলকাতা পুর নির্বাচনে এবার ভোট কেন্দ্র (প্রেমিসেস) রয়েছে ১৭০৭ টি। মোট মূল বুথ রয়েছে ৪,৭৪২ টি। অতিরিক্ত (অক্সিলিয়ারি) বুথের সংখ্যা হবে ৩৮৫ টি। আপাতত ২০ শতাংশ ওয়ার্ডকে স্পর্শকাতর ও অতিস্পর্শকাতর ধরে এগোচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ১২০০ ভোটারের বাইরে অতিরিক্ত ভোটারদের জন্য থাকবে অক্সিলিয়ারি বুথ। এবারের কলকাতা পুর নির্বাচন হবে ইভিএম – এ। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকা এম–২ টাইপ ইভিএম – এ এবারের ভোট হবে। মোট ৭২১০ টি ইভিএম এবারের পুর নির্বাচনে ব্যবহৃত হবে। কলকাতা পুর এলাকায় এবার সব থেকে বেশি সংখ্যক মহিলা ভোটার রয়েছে ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে মহিলা ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার ৬৪৩ জন। এই ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ৯৫ হাজার ০৩৮ জন। গতবার এই ওয়ার্ডে মোট ভোটার ছিলেন ৭১ হাজার ১৫৭ জন। যা ছিল ২০১৫ – র নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ডভিত্তিক ভোটার সংখ্যা। এবার সবচেয়ে কম মহিলা ভোটার রয়েছে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে মহিলা ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৪১৮ জন। ১৪৪ ওয়ার্ডের মধ্যে ২০ টি ওয়ার্ডে ২০ হাজারের বেশি মহিলা ভোটার রয়েছে। ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার মহিলা ভোটার রয়েছে ৩৭ টি ওয়ার্ডে। আবার ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার মহিলা ভোটার রয়েছে ৩৩ টি ওয়ার্ডে। আবার অদ্ভুত পাঁচটি ওয়ার্ডে ৫ হাজারেরও কম মহিলা ভোটার রয়েছে। এবারের

কলকাতা পুর নির্বাচনে এই মহিলা ভোটব্যাঙ্কই তৃণমূল কংগ্রেসকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে। এদিকে ১ থেকে ৯ এই ন'টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে ওঠা ১ নম্বর বরোতে এবার মোট ভোটার রয়েছে ২,৬৮,১৭২ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। মোট ৪৬,০১০ টি এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ন'নম্বর ওয়ার্ডে। ১৪,৬৬৬ টি। ১০ থেকে ১২ ও ১৫ থেকে ২০ এই ন'টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে ওঠা ২ নম্বর বরোতে এবার মোট ভোটার রয়েছে ১,৪৮,৭৬৪ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ২০,১৯৫ টি এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ১৪,৪৫১ টি। ১৩ থেকে ১৪ এবং ২৯ থেকে ৩৫ এই ন'টি ওয়ার্ড নিয়ে এবার গড়ে ওঠেছে ৩ নম্বর বরো। মোট ভোটার রয়েছে ৩,০১,১৫৩ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে প্রকাশ উপাধ্যায়ের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার রয়েছে ৪৪,৫০৪ জন। সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে। মোট ভোটার ২২,৪৮৭ টি। ২১ থেকে ২৮ এবং ৩৮ থেকে ৩৯ এই মোট ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে ৪ নম্বর বরো। এই বরোতে মোট ভোটার রয়েছে ১,৯৬,৮৬৫ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ২৮ নম্বরে ওয়ার্ডে। মোট ভোটার ৩০,৬০১ টি। এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে। আছে ১২,৯২১ টি ভোট। ৩৬ থেকে ৩৭ এবং ৪০ থেকে ৪৫ আর ৪৮ থেকে ৫০ এই ১১ টি ওয়ার্ড নিয়ে ৫ নম্বর বরোটি গড়ে উঠেছে। মোট ভোটার ১,৮৬,৫৩৮ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে। মোট ভোটার সংখ্যা ২২,৪৫৩ টি। সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা ১০,৯৫২ জন। ৪৬ থেকে ৪৭ এবং ৫১ থেকে ৫৫ আর ৬০ থেকে ৬২ এই ১০ টি ওয়ার্ড নিয়ে ৬ নম্বর বরোটি গড়ে উঠেছে। মোট ভোটার সংখ্যা ১,৯৬,৮৬৫ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ৬০ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা ৩০,৬০১ জন এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা ১২,৯২১ জন। ৫৬ থেকে ৫৯ আর ৬৩ থেকে ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে ৭ নম্বর বরোটি গড়ে উঠেছে। মোট ভোটার সংখ্যা ৪,৬৯,৯৭৬ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা বিশাল ৯৫,০৩৮ জন এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা ১৯,৪৪৯ জন। ৬৮ থেকে ৭০, ৭২, ৮৩ থেকে ৮৮ আর ৯০ এই ১১টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে ৮ নম্বর বরো। মোট ভোটার সংখ্যা ২,১৯,০৬৭ টি। সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার সংখ্যা ৩৮,৬৭২ জন। এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোটার রয়েছে মাত্র ১০,০৩৩ জন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ওয়ার্ড প্রতি বেশি ভোটার ও কম ভোটারের এই যে বিরাট সংখ্যা তফা এটা নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করতে গিয়ে আজও পর্যন্ত কোনও পুর পরিচালক এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করলো না।

লেন্স বার্তা

উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জলমগ্ন বিটি রোডের দুই দিক। খড়দহ, পানিহাটি চত্বর।

'চেতনার অভাব', ময়লা ফেলার বারণ যেখানে, আমরা ময়লা ফেলছি সেখানে।

চল্লিশ বছর পর , ডিসেম্বরে আবার রেকর্ড বৃষ্টি কলকাতায়।

নদীপথে পারাপার,রায়চক ফেরিঘাট। ছবি : অভিজিৎ কর

সম্মুখসমরে : প্রচারে বেরিয়ে বেহালার ঘোলসাহাপুর বাজারে ১১৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তণ মেয়র পারিষদ তারক সিং এবং ১১৯ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপির নবাগতা প্রার্থী রাখি চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও দু'চার কথা। ছবি : অরুণ লোধ

এবারও একটি ওয়ার্ডে ১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অষ্টম পুর নির্বাচনেও কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটি মাত্র ওয়ার্ডে প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। মধ্য কলকাতার জোঁড়াসাকোঁ এলাকার ৪ নম্বর বরোর মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিটের একাংশ ও মহাত্মা গান্ধী রোডের একাংশ নিয়ে গড়ে ওঠা ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে, যে কারণে ইভি মেশিনে থাকা ১৬ ঘরের কোনও ঘরই ফাঁকা থাকছে না। ২০১৫ – র কলকাতা পুরসংস্থার সপ্তম পুর নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে প্রার্থী ছিলেন ১৩ জন। তৃণমূল কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিপিআইএম – এর প্রার্থীসহ ন'জন নির্দল প্রার্থী। ২০১০–র পুর নির্বাচনেও এই ওয়ার্ডে মোট ১৩ জন প্রার্থী ছিলেন। এবারেও এই ৩৯ ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছেন বর্তমান কো–অর্ডিনেটর ২০১৫–র ১৮ ফেব্রুয়ারিতে সিপিআইএম আসা মহ. জসিমুদ্দিনসহ ফরওয়ার্ড ব্লকের মহম্মদ সামসাদ, বি জে.পি – র মহম্মদ জাহাঙ্গীর, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আলি হোসেন তো রয়েছেন সঙ্গে আরও ১২ জন নির্দল প্রার্থী। গতবার ২০১৫ – র পুর নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রার্থী ছিল উত্তর কলকাতার ২ নম্বর বরোর ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রার্থী ছিল মোট ১৬ জন। প্রসঙ্গত, পুর নির্বাচনে 'নোটা'(নান অভ দি অ্যাবোভ) বলে কোনও কলাম থাকে না।

দুর্নীতি বন্ধ করতে গেলে নিজের ভিতরের দুর্নীতিকে মুছে ফেলতে হবে। এই সমাজে পুরুষ মহিলা সকলে সমান তাহলে মহিলারা কেন এত নির্যাতন সহ্য করবে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইন্টারন্যাশানাল হিউম্যান রাইটস–এর অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বেলুড় মঠের মহারাজ বেদান্তিতানন্দ মহারাজ, হাইকোর্ট ও ইন্টারন্যাশানাল ল জুরিডিকশনের উকিল পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, ব্যারাকপুর কোর্টের উকিল তপন সাহা, স্নি এনজিও–র সম্পাদিকা অন্তরা ঘোষ শর্মা, বিজ্ঞান চেতনা ভবন সায়েন্স ও টেকনলজি বিভাগের জয়েন সেক্রেটারি, রজত রায়চৌধুরী, মনিষা গুহ, পিক্সেল গ্রুপের ডাইরেক্টর সৌমিত্র সিংহ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন ইন্টারন্যাশানাল হিউম্যান রাইটস–এর ন্যাশানাল বোর্ডের ভাইস সেক্রেটারি রীনা বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের সেক্রেটারি মঞ্জু জয়সোয়াল, অ্যান্টিক্রাইম অফিসার সুমন্ত দত্ত, পাবলিক অফিসার গনেশ দাস দেবরঞ্জন বোস, বন্দনা সিং, রেশম সিং, শর্মিষ্ঠা দে, সুনিতা মিত্র।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা নেতাজি নগর কলেজে আয়োজন করেছিল বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

নেতাজি নগর কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। তত্ত্বাবধানে ছিল নেতাজি নগর কলেজের এনসিসি বিভাগ। বিভিন্ন ব্লক থেকেও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেই সব বিজেতারা অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতার। দেশাত্মবোধ এবং সমাজ গঠন এই শিরোনামে সকলেই তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করে নিজের মতন করে। সকলেই তাদের বক্তব্যে ফুটিয়ে তোলে দেশাত্মবোধের নিদর্শন এবং কুর্নিশ জানায় যাঁরা এই দেশকে শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে সেই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে। সকলেই যুব সমাজের কতর্ব্যকে তুলে ধরে দেশ গঠনের জন্য। নিজ নিজ বক্তব্যের মধ্যেই তিনজনকে বেছে নেওয়া হয় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসাবে। যারা জয়ী হয়েছেন তাদের পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ হাজার, দু হাজার এবং এক হাজার যথাক্রমে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তারা রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিচারক হিসাবে ছিলেন নেতাজি নগর কলেজের প্রধান শিক্ষিকা অমৃতা দত্ত, ওই কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষিকা অনুসূয়া কর এবং ওই কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী শিক্ষিকা পৌলমী রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অস্তীর চক্রবর্তী। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে আয়শি বড়াল, দ্বিতীয় হয়েছে অনুজ দাস এবং তৃতীয় হয়েছে জয় মাকাল।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা বিশ্বের বুকে এক মহত্তম বস্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্দশার নিগড়ে আবদ্ধ জগদ্বাসীর জীবনে এক অভিনব অভ্যুদয়। চন্দ্রকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো করুণাধন্য জগদ্বাসীর জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হলো, সেই জাগরণের বিজয়গীতি হলো ''শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা''। ভাবে তাঁর সঞ্জীবন প্রবাহ, সুরে যৌবনের আবেগ, ভাষায় বিকশিত পুষ্পের কোমলতা, সৌরভ এবং লালিত্য। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের সুদূরাগত প্রতিধ্বনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময় জগৎ গোলোক ধামের সেতুবন্ধ 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বিশ্ব সাহিত্যের স্বর্ণ সিংহাসনে অনন্য ও বহুল প্রচারিত। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মুখ কমল নিঃসৃত দিব্য উপদেশাবলী শ্রীগীতা শাস্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জগৎজীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় যে অমৃতময় পরম বীর্যবতী উপদেশাবলী পরিবেশন করেছেন তা বিশেষ

সম্প্রদায় বা দেশ–কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা জাতি–ধর্ম–বর্ণ–সম্প্রদায়–দেশ–কাল–পাত্র পরিস্থিতি অতিক্রম করে চিরভাস্বর হয়ে সার্বজনীন রূপে সদা সর্বত্রই বিরাজমান রয়েছে। অনুপম এবং অদ্বিতীয় এই সনাতন বৈদিক শাস্ত্র নিত্যধর্ম ও দর্শন মার্গে এক অত্যুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা রূপে দীপ্যমান। বৈদিক শাস্ত্রে যত প্রকার কল্যাণ জনক সাধনার উল্লেখ আছে তার সমস্ত সাধন প্রণালীই ভাবগম্ভীর শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে। শ্রীগীতা শাস্ত্র মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদে ভমগবদউন্মুখী ও পরমকল্যাণের প্রেরণা যোগায়। দুর্লভ মানব জীবনের চরম ও পরমলক্ষ্যই হলো পারমার্থিক পথের সন্ধান লাভ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এই পরমার্থিক পরিক্রমার সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সংস্কৃতের আবরণে প্রকাশিত থাকলেও বর্তমানে আজ তা জগতের সকল ভাষায় বহুমুখী ভাবব্যঞ্জনায় প্রায় সর্বত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সচেতন আচার্যগণ আজ শ্রীগীতা শাস্ত্রকে এক অনুপম পরম আস্বাদনের সূচনা করে দিয়েছেন। তাই শ্রীগীতা শাস্ত্র আজ বহুল প্রচারিত সমাদৃত। পরম মঙ্গলময়ী শ্রীগীতা জয়ন্তী মহামহোৎসব আজ জগতের দ্বারে দ্বারে শ্রীগীতার মঙ্গল বার্তা বিঘোষিত হয়ে বিজয়লাভ করুন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ গীতা রূপ পরমামৃত আস্বাদন করিয়ে তৃষ্ণার্ত জগদ্বাসীর তৃপ্তি বিধান পূর্বক পরমানন্দ দান করুন।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ শোভাযাত্রার মধ্যে ডিএসপি ট্রাফিক আক্তার আলি, সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহা চৌধুরীর উপস্থিতিতে মঙ্গলবার জাম্বুনি বাসস্ট্যান্ডে আসানসোলগামী বেসরকারি বাসের ছাদ থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিল সদাইপুর থানার পুলিশ।

বাঁধা ছক ভেঙে ক্রমশ স্বনির্ভরতার পথে উচ্চশিক্ষিতরা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : কাজে কীসের লাজ হোক না যেমন কাজ, মাথায় তুলে করতে রাজি সব কাজেরই কাজ...। টলিউডের সুপারস্টার অভিনেতা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত নব্বইয়ের দশকের সুপারহিট বাংলা ছবি বদনাম–এর এই গানের লাইন ক'টা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেশজুড়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ক্রমশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এই দেশের কোথাও এমবিএ শিক্ষিত যুবক চায়ের স্টল চালাচ্ছেন কোথাও এম এ পাশ যুবক চপ ভাজছেন। দেশের কোণায় কোণায় আরও অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত যুবক–যুবতী চাকরি–বাকরির আশা ত্যাগ করে বাঁধা ছক ভেঙে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বেছে নিয়েছেন এরকমই কিছু কাজ। কোথাও বলা নেই যে, উচ্চশিক্ষিতরা চা–চপ–সবজি বেচতে পারবেন না, জুতো পালিশ করবেন না, টোটো–অটো চালানো শোভা পায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তালিকা বেড়েই যাবে। তবে, এই সমাজ ব্যবস্থায় এখনও কিছু কিছু 'ভদ্দরনোকের' তীব্র কটাক্ষ আর তির্যক উক্তির খোঁচায় বিদ্ধ হতে হচ্ছে ভয়ংকর জীবন সংগ্রামে নামা এই উচ্চশিক্ষিতদের। কিন্তু, কারও কথায় কর্ণপাত না করে একের পর এক উচ্চশিক্ষিত যুবক–যুবতী জীবনসংগ্রামে যেভাবে তৃণমূল স্তরীয় পেশায় নিজেদের শামিল করতে শুরু করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও কার্যত চমকপ্রদ।

মধ্যপ্রদেশের এমবিএ পাশ এক যুবকের চায়ের স্টল দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই বাংলার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা নিবাসী টুকটুকি দাস। ইংরেজিতে এম এ পাশ যুবতী টুকটুকির স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হওয়ার। কিন্তু, উদ্ভূত বেগতিক পরিস্থিতিতে তাঁকে চাকরির মায়া ত্যাগ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমবিএ পাশ যুবকের দেখানো পথ ধরেই টুকটুকি হাবরা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের এককোণায় খুললেন চা–জলখাবারের স্টল। এতে প্রথম প্রথম অনেকেরই ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। কেউ কেউ সহানুভূতি জানানোর আড়ালে মুচকি হেসেছিলেন। অনেকেই সরকারি ব্যর্থতা আর শিক্ষাব্যবস্থাকে নানাভাবে দোষারোপ করে গিয়েছেন। তবে, এসব গায়ে না মেখেই টুকটুকি দাস নিজেকে এভাবেই একজন সফল উদ্যোগী হিসেবে গড়ে তুলতে মগ্ন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বাসিন্দা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার দুই ভাই টুকটুকিদের পথ ধরে সম্প্রতি অভিনব টি–স্টল খুলে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তবে, পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানের উচ্চশিক্ষিত এক যুবক যেভাবে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন বলা চলে। বান্দোয়ানের যুবক বিশ্বজিত কর মোদক ২০১০ সালে এমএ পাশ করেছেন। তারপর ২০১৪ সালে টেট এবং ২০১৮–১৯ সালে ডিএলএড পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি বান্দোয়ানে পাকা রাস্তার পাশে চপ শিল্প নাম দিয়ে একটি স্টল চালাচ্ছেন। যেখানে সকাল–সন্ধ্যা চপের পাশাপাশি ঘুঘনি, ডিমের রকমারি মুখরোচক পদ বিক্রি হয়। এমএ পাশ ওই যুবকের দাবি, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে বেকার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে চপের দোকান খোলার কথা বলে বার্তা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েই তাঁর এই চপ শিল্প।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উচ্চশিক্ষিত টুকটুকি, বিশ্বজিতদের মতো অসংখ্য যুবক–যুবতী আর চাকরি–বাকরির আশায় না থেকে ক্রমশ বাঁধা ছক ভেঙে জীবনসংগ্রামের পথে একটু একটু করে এগোতে শুরু করেছেন। খিদের জ্বালা যে বড়ো কষ্ট দেয়। তার কাছে উচ্চশিক্ষার ঝকঝকে আলোটা কখনো সখনো বড্ড নিস্তেজ ম্লান হয়ে পড়ে। এই জ্বালা মেটাতে চাই কাজ। সেখানে সৎপথে কাজের ছোট–বড় বিচারের ধার ধরলে যে হয় না। ঝকঝকে চেহারার উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা যদি মাথা উঁচু করে সততার সাথে ব্যতিক্রমী পথে হেঁটে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন তাহলে আমাদেরও উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেওয়া।

মাঙ্গলিকী

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম দিন স্বাস্থ্য শিবির, দ্বিতীয় দিন গরিব আদিবাসী গ্রামে গ্রামে কম্বল ও খাদ্য প্রদান, তৃতীয় দিন বিভিন্ন বস্তিতে বস্তিতে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিরতণ, চতুর্থ দিন বারাসত থেকে দমদম, উল্টোডাঙা, বাইপাস সহ বিভিন্ন রাস্তার ভবঘুরে, মানসিক বিকারগ্রস্থ মানুষদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া, পঞ্চম দিন ওই সমস্ত মানুষদের শীতবস্ত্র এবং ফল–মিষ্টি খাওয়ানো। বৃষ্টিস্নাত ষষ্ঠ দিনের সকালে ফুটপাতবাসী শিশু ও গরিব মানুষগুলোর গায়ে উষ্ণতার পরশ এনে দেওয়ার জন্য কম্বল বিতরণ এবং বিকেলে দিব্যাঙ্গ, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের খাদ্যসামগ্রী, মিষ্টি ও ফলের উপহারের ডালি সাজিয়ে বিতরণ করল বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সপ্তাহভর সেবার সপ্তম দিনে গরিব মানুষদের পেট ভরে দুপুরের খাবার এবং কম্বল উপহার দিলেন কলকাতার বিমানবন্দর লাগোয়া নিউ ব্যারাকপুরের বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। শৈশব থেকেই আর্তমানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর ব্রত। তাই বছরভর সেবাকার্যের পাশাপাশি এবছর ৬ ডিসেম্বর সদা হাস্যময় পরোপকারী এই মহান সমাজসেবক মানুষটির ৪৯তম আবির্ভাব দিবস সপ্তাহভর বিভিন্ন স্তরের গরিব মানুষদের মুখে হাসি ফুটিয়ে পালন করা হচ্ছে বলে জানালেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপাত্র অমিতানন্দ ব্রহ্মচারী। ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই সেবা সপ্তাহ।

গত ২৮ নভেম্বর সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন বিনাব্যয়ে ২৪০ জন মানুষের ব্লাড সুগার, ইসিজি, হিমোগ্লোবিন, ক্লোরেস্টেরল সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষাও করা হয়। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরে পটাশপুর থানার তাপিন্দা, বিশ্বনাথপুর, পুষা নৈপুর আদিবাসী পল্লিতে শ্রীসমীরেশ্বর মহারাজ নিজের হাতে আদিবাসী শিশু এবং বয়স্কদের হাতে কম্বল, শীতবস্ত্র এবং খাদ্যসামগ্রীর বাক্স তুলে দেন। কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে, শহরতলির বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মানুষের হাতে কম্বল ও শীতবস্ত্র তুলে দেন তিনি। রাস্তার ভবঘুরে মানুষদের ভাত, ডাল, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি খাওয়ানো হয় পরম মমতায়। পরেরদিন আবার আপেল, কমলালেবু, কলা, বিস্কুট, মিষ্টি দেওয়া হয় তাদের পুষ্টিবর্ধনের জন্য। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর জানালেন বিগত ৩৬ বছর ধরে দিব্যাঙ্গ, পরিবার পরিত্যক্ত বয়স্ক মানুষেরা প্রতিমাসে চাল, ডাল, তেল সহ রেশন সামগ্রী পেয়ে থাকেন। তারাও সেবা সপ্তাহে বঞ্চিত হননি। রেশন সামগ্রীর সঙ্গে তাঁদেরকে ফল–মিষ্টির প্যাকেটও দেওয়া হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর কম্বল, শীতবস্ত্র এবং পেটভরে বসিয়ে খাইয়ে দীনজনদের পরিতৃপ্ত করে বিকেলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সেবাসপ্তাহের সমাপন ঘটে।

পঞ্চাশে বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে বেহালা থানায় অফিসার ইনচার্জ হয়ে আসেন অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। এরাজ্যে তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাসন। বেহালার 'সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটি'ও তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দখলে। সেই সময় একদিন বাংলা তথা পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল পরিদর্শনে এসে বিচলিত হয়ে পড়েন অরবিন্দবাবু। কিছু অসহায় মুখ দেখে। ওরা চোখে দেখতে পায় না। ওরা কী করে বাঁচবে। ওদের অভাবী পরিবারও অসহায়। পুলিশ অফিসার হয়ে বেহালায় আসা এই অরবিন্দবাবুই ওদের দায়–দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ব্লাইন্ড স্কুলের দক্ষিণ প্রান্তে, এক ফাঁকা ঘরেই দৃষ্টিহীনদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। অরবিন্দবাবুর এই মহতী উদ্যোগে সামিল হতে এলেন সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ ঘোষ, সুবোধ দাসের মতো ক্ষমতাবান মানুষজন। পরবর্তীকালে ব্লাইন্ড স্কুলের অধ্যক্ষের থাকার জায়গা শাহ মঞ্জিল' বাড়িটি স্কুল কর্তৃপক্ষ দিয়ে দিলেন। সেই বাড়িতেই পাকাপাকি ভাবে অরবিন্দবাবুর স্বপ্নের উদ্যোগ – বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন'। বাংলাদেশে দৃষ্টিহীনদের পথিকৃৎ রেভারেন্ড লালবিহারী শাহের (জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ – মৃত্যু : ১ জুলাই, ১৯২৮) জন্ম ১ ডিসেম্বর। ১৯৭২ সালের এই দিনটিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করলো, দৃষ্টিহীন কল্যাণে এক মহতী উদ্যোগে – বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন। দৃষ্টিহীনরা ধূপকাঠি – মোমবাতি তৈরি করবে। বই বাঁধাই করবে। বেতের মোড়া বানাবে। এ দিয়েই শিল্পনিকেতন রমরমিয়ে চলতে শুরু করলো। কিন্তু ১৯৮০ গোড়াতেই এলো জোড় ধাক্কা। বদলি করে দেওয়া হল – দৃষ্টিহীনদের কল্যাণে এমন এক মহতী উদ্যোগের প্রাণপুরুষ পুলিশ অফিসার অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। বেহালা থেকে কৃষ্ণনগরে ট্রান্সফার হলেন। চাকরি থেকে অবসরের পর নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় অরবিন্দবাবু আবার ফিরে আসেন। কিন্তু ততদিনে দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন তার পূর্বের রমরমা হারিয়েছে। ধূপকাঠি–র উদ্যোগটা মোটামুটি চললেও বাকি কোনওটিই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। এদিকে তখন পাবলিক টেলিফোন বুথের খুব চাহিদা। আবার সেই অরবিন্দবাবুর উদ্যোগে বি.ডি.এস. ভবনে গড়ে উঠলো পিসিও বুথ। এরই সঙ্গে সরকারি দুধের বিপণন কেন্দ্রও। বেহালার ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডেও পিসিও, এসটিডি বুথ সঙ্গে প্যাকেটবন্দী দুধের কেন্দ্রও। ২০০৬ সালে শিল্পনিকেতনের প্রাণপুরুষ অরবিন্দবাবু এই শিল্পনিকেতন চিরতরে ছেড়ে চলে যান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিল্পনিকেতনের বর্তমান সচিব স্বপন চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সহ সভাপতি মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগ্বিজয় চৌধুরীরা বেহালার ঐতিহ্যবাহী ওই শিল্পনিকেতনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নানান নতুন নতুন পথ খুঁজে চলেছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স চালু করা, দৃষ্টিহীনদের লেটেস্ট টেকনোলজি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থাপনা। এখন শিল্পনিকেতনের আয়ের ওপর নির্ভরশীল অন্তত এক ডজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর বেতনের অর্থের একটা বড়ো অঙ্কেরই যোগান দিচ্ছে আধুনিক অনুষ্ঠান বাড়ি। আর পাবলিক টেলিফোন বুথে দুধ ও দুধজাত বিভিন্ন দ্রব্য পানীয়জল ও কোল্ড ড্রিঙ্কস্ বিক্রয়কেন্দ্র আর ধূপ বিক্রি। আগামীদিনে এখানে বৃদ্ধ অসহায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ১০ জন মহিলার ওল্ড এজ হোম গড়ে তোলার ভাবনাচিন্তা চলেছে। ১ ডিসেম্বর সেই শিল্পনিকেতনের বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের সূচনা অনুষ্ঠানে বেহালার শিমুলতলাস্থিত দৃষ্টিনন্দন শিল্পনিকেতনের আঙিনায় শিল্পনিকেতনের ম্যানেজার বাসুদেব হালদারের প্রায় দু'লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তায় অন্ধ জনে দেহ আলো' শা ব্রেইল' এর স্রষ্টা মহর্ষি লালবিহারী শাহের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ বিশ্বজিত ঘোষ, প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন খোকন মহারাজ। সঙ্গে ছিলেন চেজ প্রাপ্ত মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, দীপক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মনীষ মান্না, উৎসব কমিটির আহবায়ক বড়িশা হাই স্কুলের (উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষক রাজা ফায়জ আলম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে শেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পরগনা চর্চা' পুস্তকটি আঞ্চলিক ইতিহাসের আকর উপাদানে সমৃদ্ধ

গ্রন্থ ভাল মন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের মধ্যযুগের সুলতানী, মোগল শাসন আমল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনকাল প্রায় ছ'শ বছর ধরে 'পরগনা' নামক এক বিভাগ ব্যবস্থা, তৎকালীন রাজস্ব আদায়ের এককরূপে প্রচলিত ছিল যা বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দলিল দস্তাবেজে আজও উল্লিখিত হয়ে থাকে। জনসাধারণের কাছে তা প্রায় অজানাই থেকে যায়। ১৭৫৭ সালে সিরাজকে হত্যা করে মীরজাফর আলি খাঁ বাংলার মসনদে বসে ষড়যন্ত্রী লর্ড ক্লাইভকে যে চব্বিশটি পরগনা উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। তা থেকে এই জেলার নাম যে 'চব্বিশ পরগনা জেলা' হয়েছিল তাও বোধহয় আমরা অনেকেই জানি না।

এই পরগনা কি, তাদের নামগুলি কি কি, তাদের অবস্থান ও পরিচিতি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ২২৮৬টি মৌজাগ্রামের পরগনা ভুক্তি প্রভৃতি নানা অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাজী রচিত 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পরগনা চর্চা' নামক আঞ্চলিক ইতিহাসের আকর উপাদান সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি গবেষক ও দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের পক্ষে অপরিহার্য সহায়ক।

বইটির প্রকাশক– অমর ভারতী, ৮ টেমার লেন, কলকাতা–৯, মূল্য ২৩০ টাকা মাত্র।

সৃজনী ভারত সাহিত্য পত্রিকার গৌরবময় দশমবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে গেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সদর লাইব্রেরি বিদ্যানগর। আয়োজক –সৃজনী পত্রিকার সাহিত্য যোদ্ধা অভিজিৎ বেরা মহাশয় ও তার সহযোগী বন্ধুরা।

২০১২ সালে ১৫ অক্টোবর সৃজনী পত্রিকা (বুড়ুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, সেই তখন থেকে অভিজিতের পথ চলা। অভিজিৎ বাবু পুলিশ বিভাগে কাজ করেও নানা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সৃজনী পত্রিকাকে ধরে রেখেছেন এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য সম্পাদিত বই ও নিজস্ব বই প্রকাশ করে চলেছেন। সেদিন সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন পার্থজিত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি – ফাল্গুনী ঘোষ মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবিরা ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। সৃজনী ভারত সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় কৃষ্ণকালী মন্ডল(প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক), সিদ্ধার্থ সিংহ (বিশিষ্ট কবি ও গল্পকার), দীপান্বিতা সেন(বিশিষ্ট কবি ও সঙ্গীত শিল্পী), হৃষিকেশ পাল (সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক) উৎপলকুমার ধারা (বিশিষ্ট ছড়া কবি) অনিল নস্কর (সুসাহিত্যিক ও সম্পাদক– দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘ) নবকুমার দাস (বিশিষ্ট কবি ও সুসাহিত্যিক) সামগ্রিক কাজের অবদান সম্মাননা পান পাঁচুগোপাল মাজী (আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক) এবং বাংলার মুখ সম্মাননা পান মানিক চন্দ্র পাহাড়ী। উৎসব কমিটি সভাপতি কবি অবশেষ দাস।

শারদ সংখ্যা ও অণু গল্প সংকলন প্রকাশ

অলোক আচার্য : নববারাকপুর থেকে প্রকাশিত সামান্হা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা ও সামান্হা প্রকাশনীর সম্পাদনায় অণু–মঞ্জুরী (একটি অণু গল্প সংকলন) রবিবার বিকেলে স্থানীয় রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিবেকানন্দ মঞ্চে প্রকাশ করলেন আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক নলিনী বেরা। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সর্বভারতীয় সাধারণ সচিব গোপাল চক্রবর্তী, রাজা সহ সভাপতি বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক সুবল কুমার মাইতি, লেখক কালিদাস ভদ্র প্রমুখ । সাহিত্যিক নলিনী বেরা বলেন, ভয়ঙ্কর ভাবে করোনা ভাইরাস মহামারীর আক্রান্ত সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এত মানুষের উপস্থিতিতে অনুগল্প ও কবিতার জনপ্রিয়তা স্মরণ করা হচ্ছে এসে খুব ভালো লাগছে। ছোট পত্রিকা সকলকে ধরে রাখে বাংলা সাহিত্যে। পৃথিবীতে গর্ব করার মতো। সামান্হাকে আমরা ছোট পত্রিকা বলি। আসলে এটা ছোট নয়। এই পত্রিকাটি আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সবকিছু ধারন করে আছে। আমাদের বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের তুলনায় গর্ব করার মতো। গ্রামাঞ্চলে লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট পত্রিকা জীবনের বিভিন্ন ভাবে উঠে আসছে। পত্রিকাটি ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় পদার্পণ করল। অণু গল্প অণু–মঞ্জুরী গ্রন্থে সত্তর জন সাহিত্যিকের মূল্যবান লেখা স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক হরিদাস বালা বলেন, মানুষের এই কর্ম ব্যস্ততার যুগে উপন্যাস নয়, নয় গল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠুক ছোট গল্প ও অণু গল্প। এই অণু মঞ্জরী জল তরঙ্গ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকুক। এদিন অণু গল্প সংকলন প্রতিযোগিতায় যুগ্ম ভাবে পাঁচ জন সফল প্রতিযোগীদের হাতে প্রশংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয় । উপস্থিত কবি লেখকরা স্বরচিত কবিতা সংগীত কবিতার কোলাজ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রজনীকান্তের তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কলাকুশলীরা। সমগ্র সভাটি পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সামান্হা পত্রিকার সম্পাদক হরিদাস বালা।

রায় বাজারে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি রায় বাজারে অঙ্কুর ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় সকাল ১০ ঘটিকায় গত ৫ ডিসেম্বর রবিবার রায় বাজার মন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরেও এক বিরাট রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ৫০ জন ব্যক্তি চন্দননগর গভঃ হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রক্তদান করেন। এরই পাশাপাশি ভদ্রেশ্বর থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, এলাকার সমস্ত ডাক্তার ও নার্স, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার, কোভিড যোদ্ধাদের সম্বর্ধনা দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখার্জী, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী সাহা ও ক্লাবের সমগ্র সদস্যবৃন্দ প্রমুখ। এই দুই ক্লাব মিলে ২০২০ ও ২০২১ সালে যে লক ডাউন থাকাকালীন এলাকার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল ডাল, আলু, সয়াবিন, সাবান, বিস্কুট, মাস্ক, স্যানিটাইজার আরও অনেক কিছু জিনিস বিতরণ করা হয় ২৫০ থেকে ৩৫০ জন মানুষের মধ্যে। ক্লাবের সভাপতি প্রশান্ত কুমার চ্যাটার্জী বলেন, এলাকার ভালো ছাত্রদের বই, খাতা, ব্যাগ কিনে দিন ও আরও নানারকম সামাজিক কাজেও এগিয়ে আসা হয়।

'জেনেসিস বার্তা' প্রকাশিত

শ্রেয়সী ঘোষ : দেখতে দেখতে ছ'বছরে পা রেখেছে 'জেনেসিস বার্তা' পত্রিকাটি। 'জেনেসিস বার্তা'র শারদ সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নানান ধরনের গল্প, কবিতা, ভ্রমণকথা, প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো এই শারদ সংখ্যা পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে। একাধিক ইংরাজি কবিতাও রয়েছে এখানে। সপ্তপর্ণা দাসের আঁকা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেক লেখক লেখিকার ছবি রয়েছে তাঁদের লেখার পাশে, যা বৈচিত্রবহ বটে। অনিন্দ্য ঘোষের লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পত্রিকাটির মূল সুর তুলে ধরেছে। ভ্রমণ কাহিনীর একটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত, অন্যটি বিদেশের। দুটি লেখাই মূল পাঠ্য। বাংলায় নির্মিত জনপ্রিয় ছবির যখন হিন্দি রিমেক হয়, তখন সে ছবি কেমন দাঁড়ায়, তা নিয়ে আকর্ষণীয় একটি লেখা লিখেছেন ড. শঙ্কর ঘোষ। লেখাটির শিরোনাম 'বাংলা থেকে বলিউড'। একটি নাটকও স্থান পেয়েছে এই সংখ্যায়। ত্রিয়া ভট্টাচার্যের লেখা 'অপরাজিতার আগমন'। বহুদিন বাদে এমনি লেখা পাওয়া গেল যা সাধু ভাষায় রচিত। ঐন্দ্রিলা সাহার প্রচ্ছদ ছবিটি খুবই সুন্দর। হেঁসেলের খবর না থাকলে কী জমে? সে সাধও পূর্ণ করেছে এই সংখ্যা। রান্নাবান্না কলমে আভেরী চ্যাটার্জী তুলে ধরেছেন মাটন পসিন্দা বানানোর প্রণালী। গল্প ও কবিতাগুলিতে লেখক লেখিকাদের প্রয়োজনীয়তার ছাপ স্পষ্ট। শারদ সংখ্যার ভিড়ে 'জেনেসিস বার্তা' তার স্থান করে নেবে অনায়াসে।

নোদাখালিতে রাসমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ডিসেম্বর নোদাখালি নতুন রাস্তার মোড়ে শুরু হল ২০তম রাসমেলা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা দত্ত। যিনি যমুনা ঢাকি হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, সাংবাদিক কুনাল মালিক। মেলায় সাইক্লোরামা পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রদর্শন হচ্ছে। মেলাতে খাদ্য ও মনোহারী দ্রব্যের প্রচুর দোকান বসেছে। গতবছর করোনার কারণে মেলা বন্ধ ছিল। উদ্যোক্তারা জানান, কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেলা চলবে এক পক্ষকাল ধরে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তরুণ ঘোষ।

ভাইরাল গায়ককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেইকো বুবু ভাজা বাদাম – এই গান ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এই গান গেয়ে বাদাম বিক্রি করেন বীরভূম জেলার লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের কুড়ালজুড়ি গ্রামের ভুবন বাদ্যকর। ঝাড়খন্ড রাজ্যেও বাদাম বিক্রি করেন। বাদাম বিক্রি করে সারাদিনে আয় করেন ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা কিন্তু এখন তিনি এই গানের দৌলতে রাতারাতি স্টার। জেলার দুই সংস্থা – উপহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং সমব্যথীর পক্ষ থেকে ০২ ডিসেম্বর ভুবন বাদ্যকরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভুবন বাদ্যকরের হাতে সাউন্ড সিস্টেমের সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। স্বভাবতই সংবর্ধনা পেয়ে বেজায় খুশি ভুবন।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শুভ প্রত্যাশা

(সম্পাদক – বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, ২১ বর্ষ আশ্বিন ২০২১, মূল্য – ৩০ টাকা) ক্ষীণতনু কিন্তু সুদীর্ঘ বিশটি বছর ধরে প্রবহমান এই পত্রিকাটি অতিমারীর সময়েও প্রকাশিত হয়েছে, এটাই অদম্য লড়াই–এর খিদের কথা মনে করিয়ে দেয় । নানা রঙের ছটি ছোট গল্প / অণুগল্প রয়েছে । প্রতিটিই উপভোগ্য । রয়েছে ৫০ টি কবিতা / ছড়া । আরতি দে, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পার্থ সেনগুপ্ত, সুদীপ চক্রবর্তী, তারাশংকর দত্ত, তপন কুমার দাস, তপন মাইতি, তীর্থঙ্কর সুমিত প্রমুখের লেখা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । প্রচ্ছদ নজরকাড়ে, তবে বেশ কিছু ভুল বানান থেকে গিয়েছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/৭০ শ্রীকলোনী, কলকাতা–৭০০ ০৯২ / 9830929352)

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – বিজন চন্দ, ৮ম বর্ষ শারদ ২০২১, মূল্য ৫০ টাকা) – পত্রিকাটির প্রচ্ছদে করোনা–পরিস্থিতির ভাবনা ফুটে উঠেছে । তারাশংকর দত্তের মজার কবিতার স্বাদ পত্রিকার গোড়াতেই । কবিতা পর্বে আরও রয়েছেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইলা দাস, গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, পলাশ ঘোষ, মিলি দাস, সুকুমার বিশ্বাস, স্বপন দাস, ভীম ঘোষ, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের কবিতা মন ছুঁতে পেরেছে । দেবযানী চক্রবর্তী ও সুকুমার মণ্ডলের সরস গল্প দুটি ছাড়া বাকি গল্প অংশ বেশ হতাশ করেছে । বাবুরাম কর্মকারের নিবন্ধের বিষয় বস্তু নির্বাচন অভিনব । মনুষ্যেতর প্রাণীদের বিবিধ শব্দের সন্ধান করতে গিয়ে এক জায়গায় উনি ঢেমনা, জলঢোঁড়া ও বিষধর সাপের শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঠিক কোন শব্দ ওরা সৃষ্টি করে তা খোলসা করেন নি । কবিতা, ছড়া তথা ছোটদের জন্য লেখা কবিতা মিলেমিশে রয়েছে । আলাদা আলাদা বিভাগে সাজালে পাঠকদের আগ্রহ বাড়তো ।

সাহিত্যালোক

(সম্পাদক – অলক দাঁ, শারদ ১৪২৮ সংখ্যা, ১১ বর্ষ ১ম সংখ্যা) সাতটি নিবন্ধ রয়েছে আলোচ্য সংখ্যাটিতে । সনত মিত্র ঠাকুর (কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা) ও নিতাই প্রসাদ ঘোষের (যোগীন্দ্রনাথ সরকার) লেখা দুটি আমাদের আগ্রহ বাড়ায় । গল্পগুলির মধ্যে অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও ড. নীরদবরণ পালের লেখা দুটি ভালো লাগলো । কবিতা পর্বে চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী, বিমান ঘোষ, রাজীব ঘাঁটি, আলোক মণ্ডল, তৈমুর খান, ড. বনমালী রায়, প্রবীর দাস, আভা সরকার মণ্ডল, তাপস কুমার চট্টরাজ প্রমুখের কবিতা উল্লেখের দাবী রাখে । সম্পাদকের ভ্রমণ কাহিনীটি সুপাঠ্য তবে কয়েক জায়গায় সূত্র হারিয়েছে, যেমন ভেট দ্বারকা থেকে আহমেদাবাদে ফেরার কথা, আহমেদাবাদ থেকে আবু রোড ইত্যাদি ভ্রমণের মাধ্যম উল্লেখ নেই, মাউন্ট আবুতে ব্রহ্মাকুমারী আশ্রমের বিশদ উল্লেখ অথচ বিখ্যাত নাক্কি লেক ও গুজরাতি ভাস্কর্যের দিলওয়াড়া মন্দির গুলির কথা লেখেন নি । জয়পুরের বিখ্যাত দ্রষ্টব্যগুলিও (অম্বর দুর্গ, নাহাড়গড় দুর্গ, যন্তর–মন্তর, হাওয়া মহল ইত্যাদি) বাদ রয়ে গেছে । আজকাল ভ্রমণ কথায় যাওয়া–আসার ট্রেন,বাস বা অন্য মাধ্যম, কখনো হোটেল/হোম স্টে ইত্যাদির সন্ধান দেওয়ার রেওয়াজ চালু । লেখক তাঁর বই–এর পাঠকদের সেটুকু সহায়তার কথা আদৌ ভেবেছেন বলে মনে হল না । ছাপা ও প্রচ্ছদ যথাযথ ।

নতুন মুখ

(সম্পাদক – আশীষ কুমার ভূইয়া, ১০ম বর্ষ শারদ ২০২১, মূল্য ৩০ টাকা) – প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের লেখাটি (কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) মূল্যবান । ছোটদের জন্য কবিতা, ছড়া রয়েছে অনেক । সুনির্মল চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, মানস চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, সংগীতা ভূঁইয়া দাস প্রমুখ এক ঝাঁক প্রবীন ও নবীন লেখকের কবিতা ছড়া রয়েছে । কিন্তু বেশ কিছু লেখা (কবিতা, গল্প, উপন্যাস) কিন্তু ছোটদের উপযোগী নয় বলে মনে হল ।

(পত্রিকার ঠিকানা – শীল পাড়া, পোঃ মুড়ি গঙ্গা, সাগর দ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা–৭৪৩৩৭৩ / 9564030515) ।

ওগো সত্য–সুন্দর–মঙ্গলম

(সম্পাদক – কান্তিলাল দে, ৩৬তম বর্ষ, শারদ ২০২১) – প্রায় পৌনে দুশো পাতার পত্রিকার প্রথমার্ধের আটটি নিবন্ধের মধ্যে বাংলার মনীষী চিত্তরঞ্জন দাশ, বিদ্যাসাগর ও সারদামনি কে নিয়ে চারটি মূল্যবান লেখা রয়েছে । নারায়ণ সাহা ও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প দুটি দাগ কাটে । স্বয়ং সম্পাদকের (কান্তিলাল দে) গল্পটির সদর্থক দিকটি পাঠকদের তৃপ্ত করবে কিন্তু গল্পটি বিন্যাসের বেশ কিছু অংশ হয়তো বর্জন করা চলত । সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটি এই সময়কালের প্রতি আমাদের নজর ঘোরাতে বাধ্য করে । প্রচুর কবিতার মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটিকে চিহ্নিত করলে অবিচার হবে । ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর, কিন্তু সম্পাদকীয় পাতাটির অক্ষর–বিন্যাসে অপেশাদারীত্বের ছাপ । ঠিকানায় পিন কোডের বালাই নেই !

(পত্রিকার ঠিকানা – চেমাগুড়ি, সাগর, দঃ২৪ পরগণা / 9933956644)।

অনুভব

(সম্পাদক – সত্যজিত সাঁতরা, আশ্বিন ১৪২৮, মূল্য ৩৫ টাকা) – প্রবন্ধ–পর্বে স্বপন দাসের নিবন্ধটি কৌতূহল জাগায় । চৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইতিহাসের কথা জানা গেল । আশীষ কুমার ভূঁইয়ার লেখাটি (বিধানচন্দ্র রায়) আয়তনে ছোট কিন্তু মূল্যবান দলিল । ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের লেখাটি নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে । আশেপাশে টাওয়ার বসানোর দশ–বারো বছর পর থেকেই চড়াই, ঘুঘু, ফিঙে ইত্যাদি ছোট পাখিদের উপস্থিতি ফের দেখা যাচ্ছে । কাজে কাজেই এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে সে প্রশ্ন রয়েই যায় ! ঝকঝকে পত্রিকাটির কবিতা অংশ বেশ দুর্বল । মৃণাল কান্তি দে, সুনির্মল চক্রবর্তী ছাড়া বাকীদের লেখা আধুনিক কবিতা চর্চার অভিমুখ থেকে যোজন দূরে । ছোটদের জন্য লেখা গুলি আলাদা ভাবে সংকলিত করলে ভালো লাগতো ! মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের গল্পটি ভিন্নধর্মী, নূতনত্ব আছে । সুকুমার মণ্ডলের গল্পটি (নাস্তিক) সুনির্মিত । মানিকলাল বাগের লেখাটি (সংসার) মেলোড্রামা এড়িয়ে আরও একটু আঁটোসাঁটো হলে ভালো হত । কিন্তু বিশুদার বিয়ে গল্পটি একেবারে হতাশ করে । এ সময়ের ছোট গল্প আর কবে সাবালক হবে !

(পত্রিকার ঠিকানা – কমলপুর, সাগর, দঃ২৪পরগণা– ৭৪৩৩৭৩)

ক্রীড়াবিদদের সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রীড়াবিদরা যখন যথাযোগ্য সম্মান পান, স্বাভাবিকভাবে তখন তাঁদের মধ্যে খেলার বিষয় নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্যম এবং চেতনা পরিলক্ষিত হয়। এই শক্তি, উদ্দীপনা এবং উৎসাহের ফলেই তাঁরা ক্রীড়াঙ্গনে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ ১৩ নভেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০২১ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, ছটি বিভাগে ৪৭ জন ক্রীড়াবিদকে ক্রীড়া পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১২ জন খেলোয়াড়কে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন এবং ৩৫ জন খেলোয়াড়কে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

১২ জন খেলরত্ন হলেন, রবি কুমার, সুনীল ছেত্রী, মিতালি রাজ, মনীশ নারাল, প্রমোদ ভগত, সুমিত আন্তিল, অবনী লেখারা, পি আর শ্রীজেস, লাভলিনা বোরগোহিন, নীরজ চোপড়া, কৃষ্ণ নাগর, মনপ্রীত সিং।

ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্রীড়াবিদদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। বুধবার বিকেলে কাটোয়া শহরে আপনজন ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্পোর্টস মেডিসিন চিকিৎসক ব্রতময় চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় খেলোয়াড় অজয় মণ্ডল প্রমুখ। শিবিরে নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছিল বলে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয়মুখী করতে শারীরিক কসরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড প্রটোকোল মেনে গত ১৬ নভেম্বর বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু হয়েছে কিন্তু বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধিকাংশ পড়ুয়ারা বীরভূমের পিছিয়ে পড়া এলাকার এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন স্বাভাবিক পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় বেশ কিছু ছেলে মেয়ে স্কুলে আসতে চাইছে না, পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। খবর নিয়ে দেখা গেছে কিছু ছেলে জীবিকার কাছে যুক্ত হয়ে গেছে আর বেশ কিছু মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা অভিভাবকরা করে ফেলেছেন এবং কিছুক্ষেত্রে বিয়ে হয়েও গেছে ফলস্বরূপ স্কুলছুট পড়ুয়া হওয়ায় সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কন্যাশ্রী ক্লাবের ছাত্রীদের নিয়ে সাইকেল যাত্রা করা হয় । অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা করার পরেও আশানুরূপ পড়ুয়া আসছে না বলে আক্ষেপ করেন প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার দাস। পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করার উদ্যোগে বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে এক বিশেষ পিরিয়ড যেখানে নাচ গান শারীরিক কসরত মোটিভেশন মাধ্যমে পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করার চেষ্টা করানো হচ্ছে। এর সুফল মিলছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক। একাদশ শ্রেণির ছাত্র বিশ্বনাথ দাস ও ছাত্রী সৌমী চক্রবর্তী বলে এর ফলে আমরা খুবই আনন্দিত।

শিবানী আগরওয়াল জোড়া স্বর্ণ পদক নিয়ে এলো কিটেলবেল ওর্য়াল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১-এ। যা অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে। শিবানী আগরওয়াল প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি স্বর্ণপদক জিতলেন এই খেলায়। আন্তর্জাতিক কিটেলবেল ম্যারাথন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৬টি দেশ। এছাড়াও এর আগে ২০১৮ এবং ২০১৯-এ স্বর্ণপদক নিয়ে আসে শিবানী। চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট শিবানী এই খেলায় এগিয়ে যেতে পেরেছেন তার কোচ অর্ণব সরকারের তত্ত্বাবধানে। যে এই কিটেলবেল খেলায় শিবানীকে নিয়ে এসেছেন। এছাড়াও তাঁর স্বামী মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সর্বক্ষণের উৎসাহ ছিল শিবানীর সাথে। রাশিয়ার এই কিটলবেল খেলা এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত। এই খেলাটি হলো বিভিন্ন ওজনের কিটলবেল নিয়ে দৌড়ানো এবং খেলাটির বিচার করা হয় শারীরিক ওজনের মাধ্যমে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

ভালো দল গড়িয়াও পরাজিতের নমুনা ভুরি ভুরি

পারঙ্গম পালিত : খেলার পাতাতে অনেকসময়ই একটা একটা প্রতিবেদন বেরিয়ে থাকে, যার শীর্ষক হয়, ভালো দল গড়লেই ভালো খেলা যায় না। ভুরি ভুরি উদাহরণ তুলে ধরে দেখানো হয়েছিল সারা বিশ্বের নজির। যেখানে সেরাদের নিয়ে দল তৈরি করেও ব্যর্থতার আঁধারে নিমজ্জিত হতে হয়েছে অনেক প্রথিতযশা ক্লাবকে। ক্রিকেট, ফুটবল সহ নানা খেলার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কিন্তু একজন অতিমানবের সাইক্লোনে আমাদের ঢোক গিলতে হল। স্বীকার করে নিতে হচ্ছে দলে একজন মহামানব তারকা থাকলে আচ্ছা আচ্ছা রেজাল্ট পালটে যেতে বাধ্য। বলাবাহুল্য সাফল্য যেন তার পায়ে এসে পোষা কুকুরছানার মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর সাফল্যকে যিনি ভৃত্য বানিয়েছেন তিনি আর কেউ নন , এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা বিরাট কোহলি। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু গত কয়েক বছর দল গড়েছে তাকে সর্বকালের সেরা আখ্যাও দিয়েছেন প্রত্যেকে। এমন সোনা দিয়ে বাঁধানো টিম খেতাব জিতবে এটাই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছিল অনেকেই। অথচ প্রথমদিকে আরসিবি যেভাবে খেলছিল তাতে মনেই হচ্ছিল না বিরাটের দল সেমিফাইনালে যেতে পারে। কোহলি নিজে শুধু নন, ক্রিস গেইল, ডিভিলিয়ার্সরা সেভাবে খাপ খুলতে পারছিল না। ফলে, প্রথম দিকে বেশ কয়েকটা ম্যাচে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছে বিরাট বাহিনী। এই জায়গাটাই পাল্টে গেল গত কয়েকটি আইপিএল থেকে। বলা যায় এবারের আইপিএল তার সিকোয়েন্সে পৌঁছে যাওয়ার পর চ্যাম্পিয়নের খিদেটা চাগাড় দিল কোহলির মধ্যে। ফলস্বরূপ এই টুর্নামেন্টে এক সিরিজে ৯১৯ রান করে টপ স্কোরার শুধু নন, সেরার সেরা হয়ে উঠেছেন বিরাট। তার ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে গিয়েছে গেইল কিংবা ডিভিলিয়ার্সরা।

বেশ কিছুদিন ধরেই বিরাট বিক্রম চলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জুড়ে। এমনভাবে নিজের কেরিয়ারের সেরা ফর্মটা তৈরি করছেন তিনি যাতে মনে হচ্ছে আগামী দিনে শচীন তেন্ডুলকরের যাবতীয় রেকর্ডও ভেঙে দিতে চলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়ার ইতিহাসে চোখ বুলোলে দেখা যাবে সেখানে কোনও মহাতারকার অবসরের পর আরও একজন উঠে এসেছেন রকেটের গতিতে। এবং আগের জনের কৃতিত্বকে অনেকটাই খাটো করে দিয়েছে সেই পরবর্তী তারকা। সুনীল মনোহর গাভাসকারের অবসরের পর যখন সবাই ভেবেছিলেন এমন মাপের তারকা আগামী দিনে কি আর পাওয়া যাবে তখন ক্রিকেট আকাশে উদয় ঘটেছিল শচীন সূর্যের । আর এবার শচীনের পর সেই জায়গাটা নিতে চলেছেন বিরাট। বস্তুত কোহলির ব্যাটিং বিক্রম সেই ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই কোহলিকেই তার বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অনেক সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সমর্থকদের তো বটেই মিডিয়াও অনেক সময় তুলোধনা করেছে বিরাটকে। সেই বিরাটই এখন নয়নের মণি মিডিয়ার। অর্থাৎ সাফল্য যাবতীয় ব্যর্থতার কালিমাকে ধুয়ে দিয়ে গেল। এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে মমতা সম্পর্কে বলতে গেলে সবাই যেরকম রে রে করে তেড়ে আসবেন তেমনই ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটকে খাটো করার চেষ্টা হলে প্রায় মার খেয়েই বসবেন। যে অসম্ভব ফর্ম এই মুহূর্তে তার ব্যাটে বিরাজ করছে তা অতুলনীয়। এই অমানবিক ব্যাটিং-য়ের সামনে ধুলো হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের বোলিং। এটাই বিরাটের মাহাত্ম্য। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে ঐতিহ্য ছিল তাকে একেবারে শীর্ষে তুলে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পূর্বসুরীরা অফেন্সের থেকেও ডিফেন্সিভ মনোভাবের জন্য বেশি খ্যাত। যদিও শচীন আক্রমণেও কম ছিলেন না। কিন্তু বিরাটের মতো বোলিং আক্রমণকে শাসন করার রেকর্ড আগে কোনও ভারতীয়র আছে বলে মনে পড়ছে না। এটাই বোধহয় তার কোহলিয়ানা। পাশে অন্য দুই তারকা গেইল এবং ডিভিলিয়ার্স তুলনায় অনেকটাই ম্লান। এই আক্রমণাত্মক ফর্মের তুখোড় বিরাটকে এখনই সর্বস্তরের ফর্ম্যাটে ভারত অধিনায়ক করা উচিত, এই অভিমত পোষণ করেছেন অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেননি গাভাসকাররা। তবে সৌরভের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা যদি ভারতীয় শিবির রূপায়িত করে তবে মঙ্গল হবে দেশের ক্রিকেটেরই।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে এই আলোচনার শেষ পর্বে টেনে আনলে অনেকেই ভ্রুকুঞ্চিত করবেন। কিন্তু তারকা সমৃদ্ধ দল না গড়েও যে অনেক কিছু করা যায় সেটা কলকাতা ময়দানে বারংবার দেখিয়েছে। সেই সাদা-কালো ব্রিগেড কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছিল গত কয়েক বছর। ৮০-র দশকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর নিয়ে মহমেডান সেরার সেরা দল গড়েছিল। ফলও পেয়েছিল হাতেহাতে। বেশ কতগুলি ট্রফি জেতার মাধ্যমে। কিন্তু এরপর থেকেই ফের হারিয়ে যেতে থাকে মহমেডান। মীর মহম্মদ ওমর বা ইব্রাহিম আলি মোল্লারা মহমেডান ব্রিগেডের নাম রোশন করে তুলেছিল দিনের পর দিন। এঁদের পর অনেক কর্তা, রাজনৈতিক প্রতিভুরা এগিয়ে এলেও মহমেডানের সোনালী দিন আর ফিরিয়ে আনা যায় নি। হালফিলে অবশ্য সেই মহমেডান ফের ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। শেয়ার বাজারে অনেকদিন নিচের দিকে পড়ে থাকার পর কোনও শেয়ার যেমন প্রাণ ফিরে পায়, তেমনই মহমেডান যেন পুনরুত্থান ঘটাচ্ছে।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের কথাই বা বাদ যায় কী করে। এই দুটি শতাব্দী প্রাচীন দলের মধ্যে মোহনবাগান কিন্তু আইএসএল নামক ফুটবল সমুদ্রে নিজেদের তরী ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ইস্টবেঙ্গল আবার ততটাই খাপছাড়া অবস্থার মধ্যে। যেন অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই জায়গা থেকে ইস্টবেঙ্গল ঠিকই বেরিয়ে আসবে। এবং সেটা ঘটবে সঠিক পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারক পদ্ধতির মাধ্যমে। যার মাধ্যমে লাল-হলুদের সেই পুরনো ঝলকানির প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ফুটবল থেকে ক্রিকেট, ইস্ট-মোহন থেকে রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বা কেকেআর সবেতেই সবসময় সেরা ফর্ম্যাট খাটে না। বরং কিছুতেই চ্যাম্পিয়ন্স লাকেরও প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকা এবার শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাভাসকারের পর যেমন তেন্ডুলকর এসেছিলেন, ঠিক তেমনই শচীনের জুতোয় পা গলানোর আরও এক মহাতারকাকে পেয়ে গেল ভারত। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট তথা সিরিজ জয়ে যিনি তুরুপের তাস হয়ে উঠলেন টিম ইন্ডিয়ার। ঠিকই ধরেছেন। শ্রেয়স আয়ারের কথাই বলা হচ্ছে এখানে। যেভাবে আবির্ভাব টেস্টে সেঞ্চুরি ও দুরন্ত ব্যাটিং দিয়ে শুরু করলেন তাতে শ্রেয়স যে লম্বা রেসের ঘোড়া তা বলাইবাহুল্য। তবে এই মুহূর্তে তাকে গাইড করার জন্য রয়েছেন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার মতো দুই শীর্ষ তারকা। বিরাট আবার একাধারে টেস্টের ভারত অধিনায়কও। অন্যদিকে রোহিত শর্মাকে বলা চলে সর্বস্তরের ক্রিকেটের উড বি অধিনায়ক। ইতিমধ্যেই রোহিত ৫০ ওভার ও টি-২০ ক্রিকেটে ভারত অধিনায়কের ক্যাপ পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের হাতে শ্রেয়সদের মতো অনেকেরই ক্রমিং নির্ভর করছে।

এটা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার ওপর কিছুদিন পেরলেই যেখানে আবার ধুম উঠবে আরও এক বিশ্বকাপের। কে বলতে পারে সেই বিশ্ব তারকাদের মাঝে শ্রেয়স আয়ার, পৃথ্বী শাহ, মায়াঙ্করা হয়ে উঠল মধ্যমণি। যদিও তার আগে শ্রেয়সদের অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে

হবে। দলে নিজের জায়গাটা সর্বাগ্রে পাকা করতে হবে। কারণ, এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে যেখানে কেরিয়ারের শুরুটা বর্ণোজ্জ্বলভাবে শুরু করেও অনেকেই হারিয়ে গিয়েছেন আস্তাকুড়ে। তেমন কিছু যাতে না ঘটে, অতিরিক্ত প্রচারের আলো যাতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেসব দিকে খেয়াল রাখতে হবে সকলকেই। এখানে বিনোদ কাম্বলির নামটা নিশ্চয়ই সামনে আসবে। যে কাম্বলিকে একসময় শচীনের থেকেও প্রতিভাবান মনে করা হয়েছিল। তিনিই গেলেন হারিয়ে। মানে পিকচার থেকেই মুছে গেলেন। সেটা যেন না হয় তা সর্বাগ্রে মাথায় রাখতে হবে শ্রেয়সদের। সর্বোপরি ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট এবং টিমের অভিভাবকদের। সেক্ষেত্রে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং বিরাট ও রোহিতের গুরুদায়িত্ব এদের যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা।

এই পরম্পরার ব্যাটন শ্রেয়স আয়ারদের হাতে। আগামী বেশ কিছুদিন ভারতীয় ক্রিকেট শুধু নয়, তাবড় বিশ্বের ক্রিকেটকে শাসন করবেন তিনি। তার ব্যাট যেভাবে কথা বলতে শুরু করেছে, যেভাবে জানান দিচ্ছে তার প্রতিটি উপস্থিতি, এতে পরিস্কার সেই মহাতারকার উন্মেষের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। গাভাসকার যখন বেড়ে উঠেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বাগানে তখন তাকে পরিচর্যা করার মতো অনেক সিনিয়র ছিলেন আশেপাশে। শচীন তার উত্থানের সময়ে সৌরভের মতো আক্রমণাত্মক অধিনায়ক, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান, ভি ভি এস লক্ষ্মণের মতো তারকা ক্রিকেটার, অনিল কুম্বলের মতো বিশ্বমানের বোলারকে পেয়েছেন সঙ্গী হিসেবে। বস্তুত, একজন খেলোয়াড়ের খিদেটা শতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে সমমানের বা কাছাকাছি পর্যায়ের প্লেয়ার দলে থাকা। শ্রেয়সের সামনে তার রোল মডেল হিসেবে জায়গা জুড়ে বিচরণ করছেন এই মুহূর্তের বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল একের পর এক শতরানের মাধ্যমে। যে পালকে যোগ হয়েছে কতগুলি বোমব্লাস্টিক দ্বিশতরানও। এর সঙ্গে পৃথ্বী জুড়ে গেলে আগামী বেশ কয়েকটি বছর ভারতীয় ক্রিকেট রীতিমতো কলার তুলে চলার ক্ষমতা রাখবে। এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। বস্তুত, এমনটাই আলোচনা চলছে ক্রিকেট দুনিয়ার অলিন্দে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তো বটেই বিদেশি পর্যবেক্ষকদের র‍্যাডারেও বিরাট-পৃথ্বী জুটি ধরা পড়েছে এটাই বিশাল ব্যাপার। আগামী দিনে এই স্বপ্ন নিশ্চিতভাবে সাকার হওয়ার পথে রকেটের মতো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

ডার্বির শতবর্ষে বিরাটি নীলাচল ফুটবল আকাদেমির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের একশ দিনের ফুটবল খেলার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণীয় করে রাখতে বুধবার দুপুরে নর্থ নীলাচল স্পোর্টিং সেন্টার ময়দানে ডার্বির শতবর্ষে বিরাটি নীলাচল ফুটবল একাডেমির শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের অতীত ও বর্তমান খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রদর্শনী প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ফুটবল আকাদেমির এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ফুটবল আকাদেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী বলেন, এলাকার ক্রীড়া প্রেমী মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা বাস্তবায়িত হল নীলাচল ফুটবল আকাদেমির উদ্বোধনে। সুন্দর করে মাঠটি সংস্কারসাধন করে খেলার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাঠমুখি হয়ে খেলাধূলো করে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারবে। তার জন্য সুন্দর ফুটবল আকাদেমি গড়ে তোলা হয়েছে। খুব ভালো লাগছে । প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেবাশিষ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান মন্ত্রী। উত্তর দমদম

বিধানসভা এলাকায় বিরাটিতে খেলাধূলোর প্রসারে বিশেষ করে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে পুর এলাকার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনগুলি এগিয়ে আসছে। খুব ভালো লাগছে । একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে খেলাধূলোর মান উন্নয়নে। ডার্বির শতবর্ষে কচিকাচাদের পাশাপাশি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একঝাঁক ক্রীড়া তারকা নক্ষত্র উপস্থিত। চাঁদের হাট বসে নীলাচল ফুটবল আকাদেমির শুভ উদ্বোধনে। ইস্টবেঙ্গল ৫-২ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগানকে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে জয়সূচক গোল করেন সঞ্জয় মাঝি (২), দীপঙ্কর রায় (২) এবং মেহতাব হোসেন। মোহনবাগানের পক্ষে গোল দুটি করেন নাজিমুল হক এবং অমিত দাস। মাঠে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার মুখ্য প্রশাসক বিধান বিশ্বাস, প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য লোপামুদ্রা দত্ত চৌধুরী, ফুটবলার বিদেশ বোস, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সচিব শান্তি রঞ্জন দাশগুপ্ত, মোহনবাগানের অর্থ সচিব দেবাশিস দত্ত, ফুটবলার দেবজিৎ ঘোষ, প্রশিক্ষক গৌতম বোস, অ্যাথলেটিক প্রণতি নায়েক, বিমানবন্দর থানার আইসি শান্তনু সরকার, সহ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ফুটবল তারকারা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেবাশিষ ঘোষ।

ডার্বির শতবর্ষে ফুটবল আকাদেমির উদ্বোধনে এলাকায় ক্রীড়ামোদী ও সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদর্শনী প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, নাজিমুল হক, সঞ্জয় মাঝি, দীপঙ্কর রায়, অভ্র মন্ডল, অর্ণব মন্ডল, সৈয়দ রহিম নবী, লালকমল ভৌমিক, সফর সরদার, হাবিবুর রহমান, সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, অমিত দাস, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অতীত দিনের দিকপাল ফুটবলাররা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com